ইউনিট ৯

জীবনাদর্শ

ভূমিকা

আদর্শ মানব জীবন ও চরিত্র গঠনে নবী-রাসূলের জীবনাদর্শ জানা, অনুসরণ ও অনুকরণ করা অপরিহার্য। আমরা সাধারণ মানুষ-কিভাবে চললে, কিভাবে জীবন পরিচালনা করলে ভাল হয়, তার মডেল পাওয়া যায় মহামানবদের জীবনাদর্শে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শই সর্বোত্তম অনুসরণীয় আদর্শ। তারপর তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ যেমন সাহাবা ও অন্যান্য মুসলিম মনীষী।

এ ইউনিটে তাঁদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

পাঠ ১ ঃ জাহেলী যুগে বিশ্বের অবস্থা
পাঠ ২ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব
পাঠ ৩ ঃ মহানবী (সঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৪ ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৫ ঃ হযরত উমর ফারূক (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৬ ঃ হযরত উসমান (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৭ ঃ হযরত আলী (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৮ ঃ হযরত খাদীজা (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৯ ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ১০ ঃ চার ইমামের জীবনাদর্শ
পাঠ ১১ ঃ বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদান
পাঠ ১২ ঃ কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী
পাঠ ১৩ ঃ মানব কল্যাণে মুসলমানদের অবদান
পাঠ ১৪ ঃ শিক্ষায় মুসলমানদের অবদান
পাঠ ১৫ ঃ মানব কল্যাণে মুসলিম মহিলাদের অবদান

জাহেলিয়াত যুগে বিশ্বের অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- জাহেলিয়াত যুগের সময়কাল বলতে পারবেন।
- জাহেলিয়াত যুগে পৃথিবীর অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাহেলিয়াত যুগে আরবের অবস্থা তুলে ধরতে পারবেন।

৯.১.১ : জাহেলিয়াত যুগের সময়কাল

সাধারণভাবে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগকে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। এ যুগে আরবে কোন নিয়ম-নীতি ছিল না। মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মদ্যপান, জুয়াখেলা, নরহত্যা, নারীহরণ, ব্যভিচার, অনাচার ও অনৈতিকতায় লিপ্ত ছিল। তাদের কোন সদগুণ ছিল না। সে যুগে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি এবং কোন আসমানী কিতাবও নাযিল হয়নি। জাহেলি যুগের সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, হযরত আদম (আ:) এর জন্ম থেকে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নুবুওয়াত পর্যন্ত জাহেলিয়াত যুগ। এ মতবাদটি সঠিক নয়। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত ঈসা (আ:) এর অন্তর্ধানের পর থেকে ইসলামের অভ্যুদয় পর্যন্ত যুগকে জাহেলিয়াত যুগ বলে মনে করেন। এ অভিমতটিও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। সঠিক অভিমতটি হচ্ছে– "ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকাল জাহেলিয়াত যুগ।"

৯.১.২: জাহেলিয়াত যুগে পৃথিবীর অবস্থা

জাহেলিয়াত যুগে গোটা পৃথিবীই অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র মানব সমাজ ছিল পথভ্রষ্ট। কোন জাতিই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল না। তারা নবী-রাসূলদের প্রদর্শিত পথ ও শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টিরই তারা উপাসনা করত।

রোম, পারস্য, গ্রীস, মিসর ও ভারতবর্ষে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, বিভিন্ন জড় পদার্থ এবং মূর্তির পূজা হত। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে কখনো-কখনো নি□*প* লোকদের বলি দেয়া হত। বুদ্ধদেবের অনুসারীরা ও হিন্দু যোগীরা বিভিন্ন প্রকার নগ্ন পূজায় লিপ্ত ছিল। পারস্যবাসীরা ছিল অগ্নিউপাসক। তারা ইয়াযদান ও আহেরমান নামক (মঙ্গল ও অমঙ্গলের স্রষ্টা) দুইজন দেবতায় বিশ্বাসী ছিল।

ইয়হূদী জাতিও ছিল পথভ্রষ্ট। তারা তাওরাতের শিক্ষা ভুলে গিয়েছিল। তাদের একটি দল ওযায়র (আ:) কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। তারা আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি, ধর্মীয় নীতির পরিবর্তন, সত্য গোপন, সুদ গ্রহণ ও মিথ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করত। অপর দিকে খ্রিস্টানগণ ও আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের শিক্ষাকে ভুলে গিয়েছিল। তারা একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা হযরত ঈসা (আ:) কে আল্লাহর পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করত। বৈরাগ্যবাদ ছিল তাদের ধর্মের মাপ কাঠি। দুনিয়ায় নৈতিক অধঃপতন চরমে পৌঁছেছিল। মতামতের স্বাধীনতা সে ধর্মে ছিল না। মানব সন্তানদের সাথে ইতর প্রাণীর চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হত। শিক্ষা-দীক্ষার কোন মূল্য ও অগ্রগতি ছিল না।

সমাজে দাস প্রথা বিদ্যমান ছিল। দাস-দাসীকে পণ্য দ্রব্যের ন্যায় হাট-বাজারে বেচা-কেনা করা হত। রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। শাসক কর্তৃক প্রজাদের উপর নির্যাতন চালানো হত। উত্তর দিকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত তাতারীদের দাপট ছিল। তারা ভারত, ইরান ও ইউরোপে লুটতরাজ করত। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। কোন দেশেই শান্তি-শৃংখলা বিরাজমান ছিল না। শাসকরা প্রজাদের মৌলিক অধিকার হরণ করত।

মোটকথা, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় বাসোপযোগী সকল অঞ্চল অন্ধকার, মূর্খতা, বিশৃংখলা, অরাজকতা, অনৈতিকতা ও নিরাপত্তাহীনতার সাগরে নিমজ্জিত ছিল।

৯.১.৩: জাহেলিয়াত যুগে আরবের অবস্থা

জাহেলিয়াত যুগে আরবের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তারা মানবেতর জীবন যাপন করত। তারা আইন কানুনের কোন প্রয়োজন মনে করত না। তারা বিশৃংখলভাবে জীবন যাপন করত। আরবরা ছিল স্বাধীনচেতা মানুষ। তাই তারা শাসনের কোন পরোয়া করত না। আরবরা অসংখ্য গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্রে-গোত্রে শত্রুতা ছিল তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তুচ্ছ কারণে গোত্রে-গোত্রে কলহ বেঁধে যেত এবং তা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকত। খুনের বদলা নেয়ার জন্য তারা যুদ্ধ করত। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে হারবুল বুয়াস, হারবুল বাসুস, হারবুল ফুজ্জার প্রভৃতি যুদ্ধ ছিল অন্যতম।

পাপাচার, অজ্ঞতা, দুর্নীতি, অরাজকতা ও কুসংস্কার জাহেলিয়াত যুগে আরবদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্ধকার যুগে আরবদের মূলমন্ত্র ছিল মদ্যপান, নারী ও যুদ্ধ। তাছাড়া অজ্ঞতা, বর্বরতা প্রকৃতি পূজা, নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতা সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছিল। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে নারীর অবস্থা ছিল সীমাহীন অবমাননাকর। সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। জাহেলিয়াত যুগে নারীরা ছিল ভোগ-বিলাসের সামগ্রী। বিবাহ-বন্ধনের কোন পবিত্র নিয়ম-নীতি ছিল না। ভাই বোনকে এবং ছেলে বিমাতাকে বিবাহ করতে পারত। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীগণ সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত। তাছাড়া কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে আরবে অপমানজনক ও অভিশাপ বলে মনে করা হত। তাই কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া হত।

জাহেলিয়াত যুগে আরবরা নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় নিমজ্জিত ছিল। তৎকালীন আরবে সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। টাকা ধার দিয়ে উচ্চহারে সুদ গ্রহণ করা হত। চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের টাকা আদায় করা হত। কেউ সুদের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সুদ প্রদানকারী তার সর্বস্ব দখল করে নিত।

পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার ও আভিজাত্যের দাপট জাহেলিয়াত সমাজের সর্বত্র বিরাজমান ছিল। দেব-দেবীর সন্তুষ্টির জন্য তারা নরবলি দিত।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা মূর্তি পূজা ও প্রকৃতি পূজা করত। তারা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী দেব-দেবী তৈরি করে পূজা করত। তাছাড়া চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রস্তর খন্ড, বালির স্তূপ, সর্প, গুহা, নদ-নদী, সাগর, বায়ু, বৃক্ষরাজি প্রভৃতিরও পূজা করত। তারা কাবাগৃহে ৩৬০টি দেব-দেবী স্থাপন করে পূজা করত। লাত, মানাত, উজ্জাহ ও হুবল দেবতা তাদের সর্বাধিক শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তারা যাদু, টোটকা, মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতি কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। আরবরা আল্লাহর একত্ব, আখিরাত অবিনশ্বরতাবাদ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। মৃত্যুকেই তারা জীবনের পরিসমাপ্তি বলে মনে করত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

ক) জাহেলিয়াত যুগ কেন বলা হয়?

ক. পৃথিবীতে তখন বৈদ্যুতিক আলো ছিল না।

খ. পৃথিবী তখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

গ. পৃথিবীবাসী তখন পাপ পংকিলতায় ডুবে ছিল।

ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

খ) ইরানবাসীরা তখন কিসের পূজা করত?

ক. দেব-দেবীর　　খ. মূর্তির

গ. আগুনের　　ঘ. এক ঈশ্বরের

গ) ইয়হূদীদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

ক. যবুর　　খ. সহীফা

গ. কুরআন　　ঘ. তাওরাত

ঘ) কাবাগৃহে কয়টি মূর্তি ছিল?

ক. ৩৮০টি　　খ. ৩৬০টি

গ. ৩৭০টি　　ঘ. ১টিও নয়

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. জাহেলিয়াত যুগের মানুষের কোন সদগুণ ছিলনা।

খ. হযরত ঈসা (আ.) খোদার পুত্র ছিলেন।

গ. পারস্যবাসীরা ইয়াযদান ও আহেরমান নামক ২ জন দেবতায় বিশ্বাসী ছিল।

ঘ. ইহুদীরা তাওরাতের শিক্ষার অনুসারী ছিল।

৩। ডান পাশের সঠিক শব্দ দ্বারা বাম পাশের বাক্য মিলিয়ে লিখুন।

ক) বৈরাগ্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মের	বেঁধে যেত
খ) আরবরা একত্ববাদের কথা	মাপকাঠি
গ) তুচ্ছ কারণে গোত্রে-গোত্রে যুদ্ধ	ভুলে গিয়েছিল
ঘ) জাহেলিয়াত যুগে নারীরা ছিল ভোগের	সামগ্রী।

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) ইসলাম পূর্ব যুগকে কোন যুগ বলা হয়?

খ) কাবা ঘর কোথায় অবস্থিত?

গ) হযরত আদম (আ.) কে ছিলেন?

ঘ) হযরত ওযায়ের (আ.) কে ছিলেন?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ..... যুগে আরবের ..... ছিল .... । তারা ..... জীবন যাপন ..... ।

খ) জাহেলিয়াত যুগে ..... ছিল ..... সামগ্রী ..... কোন পবিত্র ..... ছিলনা। ..... বোনকে এবং ..... বিমাতাকে ..... করতে পারত।

গ) ..... বদলা নেয়ার জন্য .... করত।

ঘ) জাহেলিয়াত যুগে ..... সম্পর্ক রাখার জন্যে .... নি□*প* ..... হত।

৬। সংক্ষেপে উত্তর দিন।

ক) অন্ধকার যুগ বলতে কি বুঝায়?

খ) জাহেলিয়াত যুগে বুদ্ধের অনুসারীরা কিসের পূজা করত?

গ) ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস তখন কেমন ছিল?

ঘ) খ্রিস্টানদের ধর্ম বিশ্বাস কী ছিল?

৭। বিশদ উত্তর প্রশ্ন-

ক) জাহেলিয়াত যুগে পৃথিবীর অবস্থা বর্ণনা করুন।

খ) জাহেলিয়াত যুগে আরবের অবস্থার একটি চিত্র বর্ণনা করুন।

হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আবির্ভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স:) এর জন্ম ও শৈশবকাল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হযরত মুহাম্মদ (স:) এর শৈশবকালের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আবির্ভাবের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নুবুওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৯.২.১: হযরত মুহাম্মদ (স:) এর জন্ম

হযরত মুহাম্মদ (স:) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল আরবের মক্কা নগরীর সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ আর মায়ের নাম আমেনা। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন "মুহাম্মদ" অর্থাৎ প্রশংসিত। মাতা আমেনা তাঁকে "আহ্মাদ" অর্থাৎ অধিকতর প্রশংসনীয় বলে ডাকতেন।

শৈশবকাল

আরবের প্রথানুসারে হযরত মুহাম্মদ (স:) শৈশবকালে ধাত্রীগৃহে লালিত-পালিত হন। সা'দ গোত্রের ধাত্রী হালিমা হযরত মুহাম্মদ (স:) এর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি হালিমার গৃহে পরম স্নেহে লালিত-পালিত হন। এ সময় তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে আত্মা শুদ্ধি করা হয়। তিনি সা'দ গোত্রে লালিত-পালিত হওয়ায় বিশুদ্ধ আরবি ভাষা রপ্ত করেছিলেন। ছয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। একবার পিতার কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মায়ের সাথে মদিনা গমন করেন। মক্কায় ফেরার সময় পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে তাঁর মা আমেনা ইন্তিকাল করেন। অত:পর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব এ অনাথ শিশুর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ইন্তিকাল করেন। চাচা আবু তালিব তখন বালক মুহাম্মদ (স:) এর লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বার বছর বয়সে তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। পথিমধ্যে বুহায়রা নামক জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। বুহায়রা বালক মুহাম্মদের নবী হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। জাহেলিয়াত যুগের প্রসিদ্ধ-যুদ্ধ হারবুল ফুজ্জারের বীভৎসতায় ব্যথিত হয়ে কৈশোরেই তিনি হিলফুল ফুযুল নামক শান্তি সংঘ স্থাপন করেন।

৯.২.২ : হযরত মুহাম্মদ (স:) এর শৈশবকালের বৈশিষ্ট্য

বাল্যকাল থেকেই হযরত মুহাম্মদ (স:) ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বাসী। স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন বিনয়ী, বিনম্র ও কোমল প্রকৃতির অধিকারী। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, কর্তব্য নিষ্ঠা, দৃঢ় মনোবল ও নিষ্কলুষ চরিত্র মক্কার সর্বস্তরের মানুষের প্রশংসা অর্জন করে। কুসংস্কার, মিথ্যাচার ও ভন্ডামীকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ আরবে তিনি ছিলেন এক মহান ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। তাঁর প্রতি মানুষের ছিল অগাধ বিশ্বাস। সে কারণে যে কোন মূল্যের ধন-সম্পদ তাঁর নিকট আমানত রাখতে কোন দ্বিধাবোধ করত না। তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ তিনি নিজেই। সমাজের যে কোন জটিল কলহ বিবাদের সুষ্ঠু ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এ সকল ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণের জন্য মক্কাবাসী তাঁকে আল-আমীন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

৯.২.৩ : হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আবির্ভাবকালে আরবের অবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাব ছিল সময়ের দাবি। মিথ্যা, পাপাচার, নরহত্যা, লুণ্ঠন, মদ্যপান, জুয়াখেলা, কথায় কথায় যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি আরবের সমাজ জীবনকে কলুষিত করেছিল। মানুষ নৈতিকতা বিরোধী সকল কাজ কর্ম স্বাভাবিকভাবে পালন করত। নারীদের অধিকার সংরক্ষিত ছিল না। নারীরা ছিল ভোগের বস্তু। কন্যা সন্তান হওয়াকে অপমান মনে করত। তাই, কন্যা সন্তান জন্মিলে তাকে হত্যা বা জীবন্ত কবর দেয়া হত। পৌত্তলিকতা, মূর্তিপূজা, অংশীবাদ ছিল তাদের ধর্ম। পৌত্তলিকতা বিরোধী হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাবাগৃহ ছিল মূর্তিতে ভর্তি। তারা এ সকল মূর্তির পূজা করত। সুদের ব্যবসা ছিল জমজমাট। তারা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করত। এতে অনেকে নি:স্ব হয়ে যেত। মানবতা বলতে কিছুই ছিল না। এমনি ঘোর দুর্দিনে মানবতার মুক্তিদাতার প্রয়োজন ছিল। মানুষ এ অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার থেকে মুক্তি পেতে উদগ্রীব ছিল। তারা একজন মুক্তির দিশারী, শান্তির দূতের অপেক্ষায় ছিল। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন এক মহামানবের অপেক্ষায় ছিল। তখন আরব ভূমিতে আকাঙ্ক্ষিত, প্রতিশ্রুত মুক্তির দিশারী সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আবির্ভাব ঘটল।

৯.২.৪: হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নুবুয়্যাত লাভ

পূণ্যবতী খাদিজার সাথে বিবাহের পর হযরত মুহাম্মদ (স:) মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। দীর্ঘ ১৫ বছর ধ্যানে মগ্ন থাকার পর তিনি ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দের পবিত্র রমযান মাসের ২৭ তারিখ রাত্রে নুবুওয়াত লাভ করেন। তাঁর কাছে জিবরাইল (আ:) ওহী নিয়ে আসলেন এবং বললেন, "ইকরা বি-ইসমি রাব্বিকাললাযী খালাক"।

অর্থাৎ পড়ুন! "আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

উত্তরে হযরত বললেন, "আমি পড়তে জানি না"। তখন জিবরাইল (আ:) তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন, অত:পর বললেন- পড়ুন! তখন তিনি জবাব দিলেন- "আমি পড়তে জানিনা"। পুনরায় জিবরাইল (আ:) তাঁকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন এবং তৃতীয় বার বললেন পড়ুন! তখন তিনি পাঠ করলেন। মহানবী (স:) এর উপর এই নুবুওয়াতের ধারা ২৩ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ২৩ বছরে মহানবী (স:) এর উপর ৩০ পারা কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়।

নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর হযরত মুহাম্মদ (স:) বিপথগামী পৌত্তলিক মক্কাবাসীর নিকট ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স:) তাঁর প্রেরিত পুরুষ"। তিনি আরও ঘোষণা করেন "ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম এবং আল কুরআন এই ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ামক এবং সবকিছুর আধার। তিনি সকল সৃষ্টির জন্ম ও মৃত্যুদানকারী।

প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর, এর পরপরই হযরত আলী, হযরত যায়ীদ ইবনে সাবিত, হযরত বিলাল, হযরত উসমান, হযরত আবদুর রহমান, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ফলে কুরায়শ নেতা আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, আবু জাহল প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিরোধিতা আরম্ভ করে। নবী করিম (স:) কে কুরায়শরা ধর্মদ্রোহী ও পাগল আখ্যা দেয় এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাঁর ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালায়, পাথর ছুঁড়ে আঘাত করে এবং আবর্জনা নিক্ষেপ করে অপমান ও লাঞ্ছিত করে, তবুও তিনি প্রচারকার্য থেকে বিরত থাকেননি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কি?

ক. চরম প্রশংসিত　　খ. প্রশংসাকারী

গ. চরম প্রশংসাকারী　　ঘ. পবিত্র নাম।

খ) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শৈশবকাল কোথায় কাটে?

ক. মাতৃকোলে　　খ. আবু তালিবের গৃহে

গ. বিবি হালিমার বাড়িতে　　ঘ. মদিনায়

গ) মহানবী (সা) কার সাথে সিরিয়া গমন করেন?

ক. আবদুল্লাহর সাথে

খ. আবদুল মুত্তালিবের সাথে

গ. আবু তালিবের সাথে

ঘ. খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে।

ঘ) কাবাগৃহ কে নির্মাণ করেন?

ক. হযরত মুহাম্মদ (সা)

খ. হযরত ইবরাহীম (আ)

গ. হযরত মূসা (আ)

ঘ. হযরত আদম (আ)

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক) বাল্যকাল থেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বাসী।

খ) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বক্ষ বিদীর্ণ হয় আবদুল মুত্তালিবের গৃহে।

গ) হযরত হালিমা বনিসা'দ গোত্রের লোক ছিলেন।

ঘ) পারস্য সম্রাটের রাজ-প্রাসাদে ১৫টি মিনার ছিল।

৩। ডান পাশ থেকে শব্দ বাছাই করে বাম পাশের বাক্য মিল করুন।

ক) জাহেলিয়াত যুগে নারীর অধিকার ছিল	বিবি খাদিজা (রা)
খ) মহানবীর আগমনে কাবা গৃহের মূর্তিগুলো	ভূলুণ্ঠিত।
গ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন	হিলফুল ফুজুল।
ঘ) হযরত মুহাম্মদ (স:) গঠন করেন	ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিল

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) সিরিয়ায় মহানবী (সা) এর সাথে কার সাক্ষাৎ হয়?

খ) ইহুদীরা হযরত ওযায়ের (আ)-কে কি বলে বিশ্বাস করত?

গ) কোন যুগে দাস প্রথা বিদ্যমান ছিল?

ঘ) জাহেলিয়াত যুগে আরবের অবস্থা কেমন ছিল?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ..... পূর্বযুগে আরবে প্রায় ..... সংঘটিত হয়, এর মধ্যে ...., হারবুল বাসুস, ... ও ..... পূজা করত। তাছাড়া তারা ..... ইচ্ছানুযায়ী .... তৈরি করে ..... করত।

গ) আরবদের ..... একত্বে, ... অবিনশ্বরতা এবং ..... প্রতি ..... ছিলেন।

৬। সংক্ষেপে উত্তর দিন।

ক) আমেনা কোথায় ইন্তেকাল করেন? তখন হযরতের বয়স কত ছিল?

খ) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর স্বভাব কেমন ছিল?

গ) কত বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (সা) নুবুওয়াত লাভ করেন?

ঘ) জিবরাইল (আ) এর পরিচয় দিন।

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন।

ক) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শৈশবকাল বর্ণনা করুন।

খ) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শৈশবকালের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

গ) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাবের সময় বিশ্বের অবস্থার বর্ণনা দিন।

ঘ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নুবুওয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

মহানবী (স:) এর জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মহানবী (স:) এর পারিবারিক জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মহানবী (স:) এর সামাজিক জীবনাদর্শ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মহানবী (স:) এর রাজনৈতিক আদর্শ উল্লেখ করতে পারবেন।
- মহানবী (স:) এর অর্থনৈতিক আদর্শ তুলে ধরতে পারবেন।

৯.৩.১ : মহানবী (স:) এর পারিবারিক আদর্শ

মহানবী (স:) পারিবারিক সকল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরিবার পরিচালনার জন্যে যতগুণের প্রয়োজন, মহানবী (স:) এর মধ্যে ছিল তার অপূর্ব সমাবেশ। তিনি স্ত্রী, কন্যা পিতা-মাতা সকলের জন্যে ছিলেন আদর্শ। মহানবী (স:) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তার কাছে কেউ সাহায্যের জন্যে আবেদন করলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। তিনি সদা সত্য কথা বলতেন। মিথ্যাকে তিনি ঘৃণা করতেন। নম্রতা ও কোমলতায় তাঁর অন্তর ছিল ভরপুর। ধীরস্থির ও শান্তভাবে কথা বলা ছিল তাঁর অভ্যাস। স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের তিনি কখনো কষ্ট দিতেন না। কারো ঘুম নষ্ট করে তিনি কষ্ট দিতেন না। চলাফেরার সময় তিনি দৃষ্টি নিচের দিকে রাখতেন। কারো সাক্ষাতে তিনি আগে সালাম দিতেন। বসার সময় আদবের সাথে বসতেন।

মহানবী (স) কখনো পেট ভরে খেতেন না। তিনি সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতেন। অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। তার ব্যবহার ও কথাবার্তায় খুব নম্রতা প্রকাশ পেত। তিনি মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তিনি কোন বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। তিনি কারো প্রতি রাগ করলে শুধু মুখ ফিরিয়ে নিতেন। মুখে ভালমন্দ কিছু বলতেন না।

মহানবী (স) প্রয়োজনে মৃদু হাসতেন। উচ্চঃস্বরে হাসতেন না। তিনি সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি নফল সালাত বেশি বেশি আদায় করতেন। কখনো কখনো তাঁর পা ফুলে যেত। কুরআন শরীফ পড়া এবং শোনার সময় তিনি আল্লাহর মহব্বতে কেঁদে ফেলতেন। তিনি রুগীকে দেখতে যেতেন। ধনী-গরিব সকলের জানাযায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। গোলাম বা দাসীর দাওয়াতকেও তিনি আনন্দের সাথে গ্রহণ করতেন। তাঁর আচার-আচরণে হতাশাগ্রস্ত মানুষ দিক নির্দেশনা পেয়ে যেত।

৯.৩.২: মহানবী (স:) এর সামাজিক জীবনাদর্শ

শান্তির দূত মহানবী (স:) মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল সংস্কারধর্মী। সমাজ ও জাতীয় জীবনের এমন কোন অধ্যায় নেই, যা তিনি সুন্দর ও কল্যাণমুখী করে সংস্কার করেননি। সামাজিক অসাম্য, অনাচার, অত্যাচারে নিমজ্জিত আরব সমাজে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জাহেলিয়াত যুগে বিভিন্ন গোত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকত। সামান্য কারণেই গোত্রে-গোত্রে যুদ্ধ বেঁধে যেত। তাছাড়া আরব বেদুইনরা লুটতরাজ করত। রাসূলুল্লাহ (স:) এ সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে এবং লুটতরাজ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) নারী সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না। তারা ভোগের পাত্র ছিল। নারীরা মৃত স্বামী ও পিতার সম্পত্তির অংশ হতে বঞ্চিত হত। নারীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স:) নারী সমাজকে এসব দুর্গতি ও দুর্দশা থেকে মুক্ত করেন। তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

মহানবী (স:) কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়ার প্রথা বন্ধ করেন। মহানবী (স:) কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে অপমান ও অভিশাপের পরিবর্তে সম্মান ও গৌরবের বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দাস প্রথার ন্যায় জঘন্য প্রথার বিলোপ সাধন করেন। দাস-দাসী মুক্ত করাকে তিনি পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত করেন। মহানবী (স:) ইয়াতীম ও মিসকীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াতীমদের লালন-পালন করাকে পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা দেন।

এ ছাড়াও তিনি সকল সামাজিক অনাচার ও বৈষম্য দূর করেন। তিনি ছোট ও বড়দের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সকল ধরনের সামাজিক দুর্নীতি যেমন- সুদ, ঘুষ, মদ্যপান ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। এ ভাবে তিনি সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

৯.৩.৩ : মহানবী (স:) এর রাজনৈতিক আদর্শ

মহানবী (স:) একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আলকুরআনের বিধান অনুযায়ী একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবরা "জোর যার মুল্লুক তার" নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। মহানবী (স:) এই নীতি চিরতরে বন্ধ করে দেন এবং দেশ পরিচালনায় জনগণের মতামতের স্বীকৃতি প্রদান করেন যা গণতন্ত্রের মূলকথা। তিনি ধনী-গরিব, শিক্ষিত-মূর্খ, আশরাফ-আতরাফ সকল আভিজাত্য ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকলের সমান মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মহানবী (স:) অমুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান করেন। মহানবী (স:) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চোখে সকল মানুষ সমান। তিনি শাসক ও শাসিতের ব্যবধান দূর করেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করার জন্য মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা কল্পে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন যা 'মদীনা সনদ' নামে বিখ্যাত। এই সনদের প্রতিটি ধারা মহানবী (স:) এর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও আদর্শ রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলির পরিচয় বহন করে।

৯.৩.৪ ; মহানবী (স:) এর অর্থনৈতিক আদর্শ

মহানবী (স:) সুদ প্রথার উচ্ছেদ করেন। আরবদের মধ্যে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের যে প্রচলন ছিল তা তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ঘুষ প্রথাও তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন "ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়ে জাহান্নামী।" সমাজ থেকে তিনি প্রতারণা বন্ধ করেন। মহানবী (স:) সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। সম্পদে যাতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত থাকে সে জন্যে তিনি পাঁচ প্রকার রাজস্বের ব্যবস্থা করেন। এগুলোর মধ্যে যাকাত, গনীমত, জিযিয়া, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ও খারাজ প্রভৃতি প্রধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

ক) মহানবী (সা) কন্যাসন্তান হওয়াকে কেমনভাবে দেখতেন?

ক. অপমান মনে করতেন　　খ. অভিশাপ মনে করতেন

গ. দুর্ভাগ্যজনক মনে করতেন　　ঘ. সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করতেন।

খ) ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারীর পরিণাম কি?

ক. উভয়ে জাহান্নামী　　খ. ঘুষ গ্রহণকারী জাহান্নামী

গ. ঘুষ প্রদানকারী জাহান্নামী　　ঘ. সকল উত্তর সঠিক।

গ) হযরত মুহাম্মদ (সা) কত প্রকার রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন?

ক. তিন প্রকার　　খ. চার প্রকার

গ. পাঁচ প্রকার　　ঘ. সাত প্রকার

ঘ) মদিনার সনদ কি?

ক. ইসলামী আইন　　খ. প্রথম লিখিত সংবিধান

গ. উমরের রাষ্ট্রনীতি　　ঘ. সকল উত্তর ভুল।

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর ভুল হলে 'মি' লিখুন।

ক) ইসলাম ইয়াতিমদের লালন পালন করাকে পুণ্যের কাজ মনে করে?

খ) মহানবী (সা) গ্রীক দর্শন অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

গ) মহানবী (সা) দাস প্রথার বিলোপ সাধন করেন।

ঘ) মহানবী (সা) নারী সমাজকে বঞ্চিত করেন।

৩। ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ নির্বাচন করে বাম পাশের বাক্য মিলিয়ে লিখুন।

ক) মহানবী (সা) অমুসলিমদের অধিকার	সাদরে গ্রহণ করতেন
খ) ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের কোন	খেতেন না
গ) কোন গোলাম বা দাসীর দাওয়াতকে তিনি	অধিকার ছিল না
ঘ) মহাবী (সা) কখনো পেট ভরে	প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) যারা আগুনের পূজা করে তাদেরকে কি বলা হয়?

খ) যারা বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে তাদেরকে কি বলা হয়?

গ) যারা দেব-দেবী তৈরি করে তার পূজা করে তাদেরকে কি বলা হয়?

ঘ) ইসলাম পূর্ব যুগকে কি বলা হয়?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ..... ছিলেন ..... দয়ালু। তাঁর কাছে কেউ ..... করলে তাকে ..... করতেন। ..... সদা .... বলতেন। ..... তিনি ..... করতেন। নম্রতা ও ..... তাঁর ..... ছিল।

খ) ..... কখনো পেট ভরে ..... । সর্বদা ..... ভয়ে ..... থাকতেন, ... সময় নীরব ..... ।

গ) ..... প্রয়োজনে ..... হাসতেন। .... হাসতেন না। তিনি ..... সালাত ..... আদায় করতেন।

ঘ) ..... যুগে নারীদের .... ছিলনা। তারা পাত্র ছিল। ..... মৃত স্বামীর ও .... অংশ হতে বঞ্চিত হত। ..... কোন ..... মর্যাদা ছিলনা।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ক) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ব্যক্তিগত কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ করুন।

খ) মহানবী (সা)-এর পারিবারিক আচার-আচরণ কেমন ছিল?

গ) মহানবী (সা) নারী সমাজের উন্নতির জন্য কি করেন?

ঘ) ইসলামপূর্ব যুগে কন্যা সন্তানের সাথে কেমন আচরণ করা হত?

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন।

ক) মহানবী (সা) এর পারিবারিক আদর্শ বর্ণনা করুন।

খ) সমাজ সংস্কারে মহানবী (সা) এর আদর্শ কী ছিল আলোচনা করুন।

গ) আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা) যে ভূমিকা রেখেছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

হযরত আবু বকর (রা:) এর জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত আবু বকর (রা:) এর পরিচয় দিতে পারবেন।
- হযরত আবু বকর (রা:) এর চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইসলাম প্রচারে হযরত আবু বকর (রা:) এর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হযরত আবু বকর (রা:) এর জীবনাদর্শ আলোচনা করতে পারবেন।

৯.৪.১ : হযরত আবু বকর (রা:) এর পরিচয়

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা:) ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরায়শ বংশের তায়িম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ওসমান আর ডাকনাম আবু কুহাফা এবং মাতার নাম ছিল সালমা, আর ডাক নাম ছিল উম্মুল খায়র। হযরত আবু বকর (রা:) এর নাম আবদুল্লাহ। সিদ্দীক ও আতীক তাঁর উপাধি। তাঁর মাতা ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম কবুল করেন এবং পিতা ৮ম হিজরীতে ইসলাম কবুল করেন। কুরায়শদের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি হযরত আবু বকর বয়োজেষ্ঠ্যদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। হযরতের বাল্য সাথী ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ছিলেন পরোপকারী, অতিথিপরায়ন ও জ্ঞানী। তাঁর গায়ের রং ছিল উজ্জল গৌরবর্ণ, শরীর পাতলা ছিপছিপে ও প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট।

৯.৪.২: হযরত আবু বকর (রা:) এর চরিত্র ও গুণাবলি

নবী করীম (স:) এর সর্বক্ষণের সাথী হযরত আবু বকর (রা:) ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন স্বল্পভাষী, সাহসী, ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। সততা, ধর্মভীরুতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। দু:খী ও আর্তের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। দানশীলতা ও সত্যবাদিতার জন্য তিনি যথাক্রমে "আতীক ও সিদ্দীক" উপাধি লাভ করেন। ঈমানের দৃঢ়তা, কঠিন সংযম ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

হযরত আবু বকর সাধারণ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। হযরত আবু বকর ছিলেন কুরআন ও হাদীসের পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ বিদ্যানদের অন্যতম। বংশ মর্যাদা, যোগ্যতা, নৈতিক আদর্শ, মাহাত্মও আর্থিক সচ্ছলতার জন্য আরব সমাজে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। হযরত (স:) এর সুখে-দু:খে তিনি তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। এ কারণে নবী করীম (স:) এর জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্যই তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৯.৪.৩: ইসলাম প্রচারে হযরত আবু বকর (রা:)

ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আবু বকর (রা:) ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মহানবী (স:) এর সাথে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মক্কার আশেপাশের গোত্রসমূহে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে লোকদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতেন। বহিরাগত লোকদের মাঝে ইসলাম ও রাসুল (স:) এর পরিচয় তুলে ধরতেন। এভাবে আরববাসী মহানবীর (স:) প্রচারিত দ্বীন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর ওপর ঈমান আনেন। তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় তৎকালীন কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট যুবক উসমান

(রা:), যুবাইর (রা:), আবদুর রহমান (রা:), সা'দ (রা:), তালহা (রা:) এর মত ব্যক্তিসহ আরও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৯.৪.৪: হযরত আবু বকর (রাঃ) জীবনাদর্শ

হযরত আবু বকর (রা:) ছিলেন মহানবী (স:) এর আদর্শে আদর্শবান ব্যক্তিত্ব। মহানবী (স:) এর পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল আদর্শই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পরিবার থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত একজন মানুষের যত গুণাবলি ও আদর্শের প্রয়োজন পড়ে হযরত আবু বকর (রা:) এর মধ্যে ছিল তাঁর বিস্ময়কর সমারোহ। আদর্শের দিক থেকে তিনি ছিলেন মহানবী (স:) এর প্রতিচ্ছবি। তাই তিনি ও মহানবী (স:) এর একনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে সকল ক্ষেত্রে আদর্শের ছাপ রেখে গেছেন। মহানবী (স:) এর তিরোধানের পর ইসলামী রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষায় তিনি ছিলেন বজ্রকঠোর। মহানবী (স:) এর ওফাতের পর ইসলামী রাষ্ট্রে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তাঁর শাসনামলে ভন্ড নবীদের আবির্ভাব ঘটে, দুটি গোত্র যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, পারস্য সাম্রাজ্যের শত্রুতা ও রোম সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু হয়। তিনি কঠোর হস্তে এগুলো দমন করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে সুবিন্যাস্ত করে বিভিন্ন অভিযানে প্রেরণ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমগ্র আরবে আবার ইসলামের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে তিনি মদীনাকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের অখন্ডতা বজায় রাখার জন্যে হযরত আবু বকর (রা:) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

সৈন্য বাহিনীর উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকরের প্রদত্ত ভাষণেই তাঁর আদর্শের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করো না, শত্রুদের অঙ্গ বিকৃতি করো না। শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের হত্যা করো না। খেজুর গাছ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিও না। ফলবান বৃক্ষ কর্তন করো না। অন্যের মেষ, গাভী বা উট জবেহ করবে না। যখন গীর্জার পাশ দিয়ে যাবে তখন গীর্জায় জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিও।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) হযরত আবু বকর কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?

ক. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে খ. ৫৭২ খ্রিস্টাব্দে

গ. ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে

(খ) হযরত আবু বকরের মায়ের নাম কি?

ক. উম্মে সালমা খ. সালমা

গ. ফাতিমা ঘ. উম্মে আয়মান

(গ) হযরত আবু বকরের পিতা কত সালে ইসলাম কবুল করেন?

ক. ৮ম হিজরীতে খ. ৫ম হিজরীতে

গ. তিনি ইসলাম কবুল করেননি ঘ. ৭ম হিজরীতে

(ঘ) হযরত আবু বকরের উপাধি কি ছিল?

ক. আতিক খ. আতিক ও সিদ্দিক

গ. সিদ্দীক ঘ. আবু কুহাকা

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

(ক) পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর প্রথম?
(খ) হযরত আবু বকর (রা) আরবের ধনীদের মধ্যে একজন ছিলেন।
(গ) হযরত আবু বকর (রা) লেখাপড়া জানতেন না।
(ঘ) হযরত আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

৩। ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ ব্যবহার করে বাম পাশের বাক্য পরিপূর্ণ করুন।

(ক) মহানবী (সা) এর বাল্যসাথী ছিলেন	অদ্বিতীয়
(খ) হযরত আবু বকর (রা) জন্মগ্রহণ করেন	পন্ডিত ব্যক্তি
(গ) সততা, ধর্মভীরুতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে আবু বকর ছিলেন	কুরাইশ বংশে
(ঘ) হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন	হযরত আবু বকর

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

(ক) ইসলামের প্রথম খলিফার নাম কী?
(খ) হযরতকে যিনি ছায়ার মত অনুসরণ করতে তাঁর নাম কী?
(গ) ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কাকে?
(ঘ) ভন্ড নবীদেরকে কে কঠোর হস্তে দমন করেন?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর বলেন ..... প্রতারণা ও ..... করো না, শত্রুদের ..... করো না, শিশু ..... ও মহিলাদের ..... করিওনা। ..... গাছ জ্বালাবেনা, ... বৃক্ষ ..... করবে না। অন্যের ....., ... বা ..... জবেহ .....। ..... এই ধরনের লোকদের .... যখন যাবে যাদের .... উৎসর্গ করেছে। এই শ্রেণীর ..... তাদের ..... ছেড়ে দিবে।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

(ক) হযরত আবু বকর (রা) কোথায় ও কখন জন্মগ্রহণ করেন?
(খ) হযরত আবু বকরের কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করুন।
(গ) মহানবী (সা) এর সাথে হযরত আবু বকরের সম্পর্ক কেমন ছিল?
(ঘ) সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা) কী বলেছিলেন?

৭। রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

(ক) হযরত আবু বকর (রা) এর পরিচয় দিন।
(খ) হযরত আবু বকরের চরিত্র ও গুণাবলি বর্ণনা করুন।
(গ) ইসলাম প্রচারে হযরত আবু বকর (রা) এর অবদান লিখুন।
(ঘ) হযরত আবু বকর (রা) এর আদর্শগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

হযরত উমর ফারূক (রা:) এর জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত উমর (রা:) এর জন্ম ও পরিচয় বলতে পারবেন।
- হযরত উমর (রা:) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত উমর (রা:) এর গুণাবলি ও চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.৫.১ : হযরত উমর (রা:) এর জন্ম ও পরিচয়

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) আদ্দিয়া গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল খাত্তাব এবং মাতা নাম হানতানা। হযরত উমর (রা:) এর ডাক নাম ছিল 'আবু হাফস'। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 'ফারূক' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণের এবং প্রচুর শারীরিক শক্তির অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে কুস্তিগীর, ভাল বক্তা এবং কবি। তিনি ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

৯.৫.২: হযরত উমর (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর (রা:) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোরশত্রু ছিলেন। তিনি মক্কা ও কুরায়শ বংশের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতেন। তাঁর চাকরানী ইসলাম গ্রহণ করায় তিনি তার উপর নির্যাতন করেন। একদিন তিনি খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে মহানবী (স:) কে হত্যা করার জন্যে রওয়ানা হলেন। পথে জনৈক নঈম ইবন আবদুল্লাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি উমর (রা:) কে জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় যাচ্ছ"? উমর (রা:) উত্তরে বললেন, "মুহাম্মদ (স:)কে হত্যা করতে যাচ্ছি"। একথা শুনে নঈম বললেন, আগে তুমি তোমার ঘর সামলাও। স্বয়ং তোমার ভগ্নিপতি সাঈদ এবং ভগ্নি ফাতিমা ইসলাম গ্রহণ করেছে। একথা শুনে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত উমরের (রা:) আগমনের শব্দ শুনে তাঁর ভগ্নি ও ভগ্নিপতি কুরআন শরীফের যে অংশটুকু (সূরা ত্বা-হা) পাঠ করছিলেন তা লুকিয়ে রাখেন। জিজ্ঞাসাবাদে যখন হযরত উমর (রা:) জানলেন যে, তারা বাস্তবিকই ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে প্রহার করে রক্তাক্ত করলেন। কিন্তু তবুও তারা যখন কিছুতেই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হলেন না, তখন তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি এখানে আসার পূর্বে তোমরা যা পড়ছিলে "আন-তো দেখি তা কি?" ভগ্নি ফাতিমা সূরা ত্বা-হা তাঁর কাছে এনে দিলে তিনি উহা পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে গেলেন এবং তাঁর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হল। তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতেই ছুটে চললেন মহানবী (স:)-এর দিকে। মহানবী (স:) তখন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি সোজা গেলেন। উমর (রা:) হযরতের পদপ্রান্তে তরবারি রেখে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "হে আল্লাহর নবী! আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন। যে তরবারি নিয়ে আপনার শিরচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম আজ হতে সে তরবারি উমরের হাতে ইসলামের শত্রু নিধনে ব্যবহৃত হবে।" হযরত উমর (রা) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৩ বছর এবং সময়কাল নবুওয়াতের ষষ্ঠ বর্ষ। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত (স:) তাঁকে ফারূক অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী উপাধিতে ভূষিত করেন।

৯.৫.৩: হযরত উমর (রা:)-এর চরিত্র ও গুণাবলি

হযরত উমর (রা:) ছিলেন একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ, কুস্তিগীর, সুবক্তা ও কবি। জাহেলী যুগে কুরায়শ বংশের সতেরজন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে হযরত উমর (রা:) ছিলেন অন্যতম। ব্যবসা ছিল তাঁর প্রধান পেশা। তিনি ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া ও ইরাক যেতেন। ফলে অনেক রাজা-বাদশাহর সঙ্গে তিনি সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। জাহেলী যুগেই গোটা আরবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

হযরত উমর জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূর করার এবং সুখ-শান্তি বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। রাতে তিনি নিজেই ছদ্মবেশে মদীনার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। নিজের মাথায় খাদ্যের বোঝা বহন করে ক্ষুধার্ত প্রজাদের বাড়ি পৌঁছে দিতেন। তাঁর শাসনামলে সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি অর্ধজাহানের বাদশাহ ছিলেন।

৯.৫.৪: হযরত উমর (রা:) এর জীবনাদর্শ

হযরত উমর (রা:) ছিলেন আদর্শের প্রতীক। হিযরত উমর (রা:) এর গৌরবময় বিজয় এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বিশ্ব ইতিহাসে তাঁর শাসনব্যবস্থা একটি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর শাসনামলে ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে। তিনি ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করেছেন। তিনি কিতাব ও সুন্নাহর সুশৃংখল ব্যাখ্যার উপর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। মজলিসে শূরা ছাড়াও রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তিনি জনগণের মতামতও গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা সেখানকার জনসাধারণের মতামতের মাধ্যমে নিয়োগ করতেন। আবার কখনো-কখনো নির্বাচন দ্বারাও শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ফারূকে আযম (রা:) বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিজিত অঞ্চলসমূহকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য সাতজন বড় বড় গভর্নর নিয়োগ করেন। আর এ সকল নিয়োগ মজলিসে শূরার মাধ্যমে দেয়া হত। গভর্নর নিয়োগের পর তিনি তাদের গতি বিধির উপর বিশেষ নযর রাখতেন যাতে তারা প্রজার উপর অত্যাচার করতে না পারে। গভর্নর নিয়োগের পর তিনি যে উপদেশ দিতেন তা-ই তাঁর আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর উপদেশ নিম্নরূপ :

১. মিহি ও অতিরিক্ত মূল্যবান পোশাক পরতে পারবে না।

২. মোলায়েম রুটি ভক্ষণ করবে না।

৩. বাড়ির দরজায় কোন দারোয়ান রাখতে পারবে না।

৪. রুগ্ন ব্যক্তিদের দেখতে যাবে এবং মৃতের জানাযায় শরীক হবে।

৫. কখনো উৎকৃষ্ট তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবে না।

গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন

তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ববোধকে আরও জাগ্রত করে। তিনি সাধারণ প্রজার অবস্থার অবগতি, কর্মচারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ ও যথাযথ পালন, রাষ্ট্রের মধ্যে কেউ না খেয়ে থাকে কিনা তার সঠিক খোঁজ-খবর সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের জন্যে গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন করেন। এটা তাঁর আদর্শেরই বাস্তব রূপ। হযরত উমর (রা:) নিজেও মাঝে–মাঝে গভীর রাতে মদীনার বাইরে গিয়ে জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করতেন। তিনি জনসাধারণের জন্য হজ্জের সময় শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনুমতি প্রদান করেন।

পুলিশ বিভাগ স্থাপন

পুলিশ বিভাগ স্থাপন করে তিনি আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া দোকানদারগণ কোন ক্রেতাকে যাতে ধোঁকা দিতে না পারে তার ব্যবস্থা করেন। রাজপথে ঘর তুলে কেউ যাতে পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে তার ব্যবস্থাও তিনি করেন। গৃহপালিত পশুর উপর অধিক বোঝা চাপিয়ে যাতে নিষ্ঠুর আচরণ করা না হয় তজ্জন্য তিনি পুলিশ বাহিনীকে দায়িত্ব দেন।

বিচার ব্যবস্থা কায়েম

বিচার ব্যবস্থা কায়েম করে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তার তুলনা নেই। তিনি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকভাবে স্থাপন করেন। ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ ছিল পৃথক বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদান করেন। আইনের চোখে সমতা বিধানই ছিল তাঁর শাসনামলের

উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বিচারকগণ ন্যায়বিচার করছেন কিনা তা যাচাই করার জন্যে তিনি তা পরীক্ষা করার জন্যে অনেক সময় বাদী বা বিবাদী হয়ে আদালতে হাজির হতেন।

বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করা হযরত ওমরের অমর কীর্তি। তাছাড়া তিনি রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করেন। তিনি সারাদেশে আদমশুমারীর ব্যবস্থা করেন এবং ভূমি জরীপ করিয়া চাষযোগ্য ভূমির সংস্কার করেন।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি গরিব, দু:খী, বৃদ্ধ ও আতুরদের জন্য বিশেষ বিশেষ এলাকায় লংগরখানা স্থাপন করেন। তিনি ইয়াতিম, অভিভাবকহীন শিশুদের লালন-পালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

হযরত উমর (রা:) এর শাসনব্যবস্থা জগদ্বাসীর জন্য চিরদিন আদর্শ হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন-

(ক) হযরত উমর (রা) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন

ক. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে　　খ. ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে

গ. ৫৮০ খ্রিস্টাব্দে　　ঘ. ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে

(খ) হযরত উমর (রা) এর ডাক নাম কি ছিল?

ক. আবু কুহাফা　　খ. আবু হাফিস

গ. আবু আব্দুল্লাহ　　ঘ. খাত্তাব

(গ) হযরত উমর (রা) এর উপাধি ছিল-

ক. ত্রাণকর্তা　　খ. ফারূক

গ. সিদ্দিক　　ঘ. জিন্নুরাইন

(ঘ) খোলা তরবারি হাতে কার সাথে হযরত উমরের সাক্ষাৎ হয়?

ক. হযরত আলী (রা)-এর সাথে　　খ. বোন ফাতেমার সাথে

গ. মহানবী (সা) এর সাথে　　ঘ. নাঈম বিন আবদুল্লাহর সাথে

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন?

(ক) হযরত উমর (রা) ছিলেন পাতলা ছিপছিপে ও গৌর বর্ণের।

(খ) দারে আরকাম সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল।

(গ) হযরত উমর (রা) ৩৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

(ঘ) হযরত ওমর (রা) ছদ্মবেশে মদিনায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন।

৩। ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ বাছাই করে বাম পাশের অপূর্ণ বাক্য পূরণ করুন

(ক) হযরত উমর (রা) ছিলেন একাধারে ২য় খলিফা	
কুস্তিগীর, ভালবক্তা ও	প্রতিষ্ঠা লাভ করে
(খ) হযরত উমর উন্মুক্ত তরবারি হাতে ছুটে চললেন	জাগ্রত করে
(গ) তাঁর শাসনামলে সর্বত্র ন্যায় বিচার	কবি
(ঘ) হযরত উমরের গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন তার দায়িত্ববোধকে	মহানবীর কাছে

৪। এক কথায় উত্তর দিন-

(ক) হযরত উমর নুবুওয়াতের কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেন?

(খ) খুলাফায়ে রাশেদার দ্বিতীয় খলিফার নাম কি?

(গ) হযরত উমর কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেন?

(ঘ) সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কার উপাধি ছিল?

৫। শূন্যস্থান করুন ঃ

..... ছিলেন ..... প্রতীক। .... সে সমস্ত ব্যক্তিদের ..... যাঁরা কেবল ..... ভবিষ্যতেই ..... তোলেননি, বরং ..... ইতিহাস ও ..... করেছেন। .... এর গৌরবময় ..... এবং ..... ব্যবস্থা ..... ইতিহাসে ..... নতুন ..... সূচনা করেছিল। তাঁর .... শাসন কাল ..... আন্দোলনের ..... অত্যন্ত ..... ও বৈপ্লবিক ..... পরিপূর্ণ। ইতিহাসে তাঁর ..... ব্যবস্থা একটি .... হিসেবে স্বীকৃত।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

(ক) হযরত উমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(খ) হযরতের পদপ্রান্তে তরবারি রেখে হযরত উমর কী বললেন?

(গ) জনগণের দুর্দশা লাঘব করার জন্য হযরত উমর কী করতেন?

(ঘ) রাজকর্মচারী নিয়োগ করে তিনি যে উপদেশ দেন তা লিপিবদ্ধ করুন।

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন–

(ক) হযরত উমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটি রচনা লিখুন।

(খ) হযরত উমর (রা) এর চারিত্রিক গুণাবলি বর্ণনা করুন।

(গ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা) যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা উল্লেখ করুন।

হযরত উসমান (রা:) এর জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত উসমান (রা:) এর পরিচয় ও ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হযরত উসমান (রা:) এর চরিত্র মাধুর্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- উসমান (রা:) এর দানশীলতার বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা) এর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উসমান (রা:) এর আদর্শ তুলে ধরতে পারবেন।

৯.৬.১ : উসমান (রা:) এর পরিচয় ও ইসলাম গ্রহণ ঃ

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা:) কুরায়শ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (স:) এর পূর্বপুরুষ তাঁর পঞ্চম পুরুষের সাথে অভিন্ন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তাঁর ডাকনাম ছিল যথাক্রমে আবু আমর ও আবু আবদুল্লাহ। তাঁর পিতার নাম ছিল আফ্ফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ। হযরত উসমান (রা:) রাসূল (স:) এর দু'কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে (একজনের মৃত্যুর পর আরেকজনকে) বিয়ে করেন। এজন্য তাকে যুননূরাইন অর্থাৎ 'দুই জ্যোতির' অধিকারী বলা হয়।

রাসূল করীম (স:) যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর। এক রাতে তিনি স্বপ্নে যেন কারো আদেশ শুনতে পান "জেগে উঠ, ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি মক্কায় আহমদ আগমন করেছেন।" এই বাণী শ্রবণে তাঁর অন্তর স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি দ্রুত রাসূল (স:) এর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৯.৬.২: হযরত উসমান (রা:) এর চরিত্র মাধুর্য

হযরত উসমান (রা:) এর মধ্যে মানব চরিত্রের সকল মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। অতি শৈশব থেকে তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। সততা ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তিনি ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান ভূষণ। আরবের ধনী লোকদের মধ্যে একজন হলেও তিনি ছিলেন নিরহংকার। এত প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েও তিনি সরল জীবন-যাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ দাতা। ইসলাম ও জনসাধারণের খিদমতে তিনি অকাতরে অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। হযরতের (স:) জীবদ্দশায় সকল যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং যুদ্ধকালীন ব্যয়ভার বহনের জন্য তিনি অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়া মদীনায় পানির কূপ খনন, মসজিদ নির্মাণের জন্যে জমি ক্রয় প্রভৃতি কাজে অর্থ ব্যয় করেছেন। তিনি উদার, অমায়িক ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন। হযরত উসমান (রা:) তাঁর মহৎ চরিত্র বলেই হযরতের বিশেষ সঙ্গীদের মধ্যে প্রিয় ছিলেন। তাঁর উপর হযরত মুহাম্মদ (সা) খুব সন্তুষ্ট ছিলেন।

৯.৬.৩: হযরত উসমান (রা:) এর দানশীলতা ও জীবনযাপন

খলীফা হযরত উসমান (রা:) আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তিনি ইসলামের খেদমতে ব্যক্তিগত অনেক ধন-সম্পদ ব্যয় করেন। মদীনায় মোহাজেরদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি ১৮,০০০ (আঠার হাজার) দিরহাম ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করেন এবং তা মুসলমানদের জন্যে ওয়াক্ফ করে দেন। মসজিদে নববীর পাশে উচ্চমূল্য দিয়ে জমি ক্রয় করে তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাবুকের যুদ্ধে তিনি ১০ হাজার সৈন্যের খরচ বহন করেন। এ ছাড়াও তিনি এক হাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া, এক হাজার দিনার রাসূল (স:) এর দরবারে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (স:) খুশি হয়ে বলেন, "আজকের পরে উসমান যদি কোন ভাল কাজ না করে তাতে কোন ক্ষতি নেই"।

৯.৬.৪: শিক্ষা ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা:) এর অবদানঃ

হযরত উসমান (রা:) মহানবী (স:) এর আমলে একজন অন্যতম ওহী লেখক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পবিত্র কুরআনের নির্ভুল ও ধারাবাহিক সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয়। পবিত্র কুরআনের নির্ভুল সংস্করণ সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর আমলে পবিত্র কুরআনের ত্রুটিপূর্ণ কপি পুড়ে ফেলা হয়।

উসমান (রা:) তাঁর রাজ্যের বিখ্যাত মসজিদগুলোতে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করেন। কুরআন হাদীস শিক্ষাদানের সাথে সাথে গণিত, কাব্যচর্চা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদিও শিক্ষা দেয়া হত। তাঁর শাসনামলে ধনী ব্যক্তিদের গৃহে কাব্য চর্চা ও কবিতা পাঠের আসর বসত।

৯.৬.৫ : উসমান (রা:) এর আদর্শ

উসমান (রা:) এর সততা, নম্রতা ও ধর্মপরায়ণতা তাঁর আদর্শ জীবনের স্বাক্ষর বহন করে। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নামাযের ইমামতি করতেন। তিনি বায়তুলমাল থেকে এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। তিনি মজলিসে শূরার মাধ্যমে সবকিছু মীমাংসা করতেন। মদীনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি মাহরুয বাঁধ নামক একটি প্রশস্ত বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক। হযরত উসমান (রা:) আত্মরক্ষার জন্যে কোন মুসলমানের এক ফোঁটা রক্তপাত করতে রাজি ছিলেন না।

তাঁর সততা ও ধর্মপরায়ণতা সর্বজনবিদিত ছিল। বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও সরল। এ জন্য তিনি অপরাধীকেও অপরিমিত প্রীতি ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন। তাঁর ন্যায় জনদরদী, দীন-দু:খীর বন্ধু ও নিরহংকার শাসক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁর এ সকল গুণাবলি ও কৃতিত্বের জন্য তিনি আদর্শ হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

(ক) হযরত উসমান (রা) ছিলেন ইসলামের ঃ

ক. ৫ম খলিফা　　খ. ২য় খলিফা

গ. ৪র্থ খলিফা　　ঘ. ৩য় খলিফা

(খ) হযরত উসমান (রা) এর ডাক নাম ছিল-

ক. আফ্কান　　খ. যুননুরাইন

গ. আবু আমর ও আবু আবদুল্লাহ　　ঘ. আবদুল উজ্জা

(গ) হযরত উসমান (রা) কত দিরহারম দিয়ে কূপ ক্রয় করেন?

ক. ৮০০০ দিরহাম　　খ. ১৮০০ দিরহাম

গ. ১৮০০০ দিরহাম　　ঘ. ১০০০০ দিরহাম

(ঘ) কোন যুদ্ধে হযরত উসমান (রা) ১০০০০ সৈন্যের খরচ বহন করেন?

ক. খন্দকের যুদ্ধে　　খ. তাবুকের যুদ্ধে

গ. উহুদের যুদ্ধে　　ঘ. ইয়ারমুকের যুদ্ধে

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন ঃ

(ক) হযরত উসমান (রা) উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) হযরত উসমান (রা) মহানবী (সা) কে ইসলাম প্রচারে বাধা দিয়েছিলেন।

(গ) হযরত উসমান (রা) মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করেন।

(ঘ) হযরত উসমান (রা) এর আমলে মসজিদে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত।

৩। ডান পাশের শব্দ থেকে সঠিক শব্দ বাছাই করে বাম পাশের বাক্য পূরণ করুনঃ

(ক) হযরত উমর বায়তুলমাল থেকে এক কপর্দক	নির্মাণ করেন
(খ) বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রে	নিরহংকার
(গ) মদিনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে তিনি মাহরুয	প্রধান ভূষণ
(ঘ) আরবের ধনী লোকদের মধ্যে হযরত উসমান একজন হয়েও ছিলেন	গ্রহণ করতেন না।

৪। এক কথায় উত্তর দিনঃ

(ক) হযরত উসমান (রা) এর মায়ের নাম কী ছিল?

(খ) কত বছর বয়সে হযরত উসমান (রা) ইসলাম কবুল করেন?

(গ) কুরআনের নির্ভুল সংস্করণ কে করেন?

(ঘ) হযরত উসমান (রা) এর রাষ্ট্র পরিচালনা পরিষদের নাম কী ছিল?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

হযরত উসমান (রা) এর ..... ও ..... ছিল সর্বজনবিদিত। ..... ছিল তাঁর চরিত্রের ..... বৈশিষ্ট। ..... ছিলেন অত্যন্ত ..... ও .....। এ জন্য তিনি ..... ও অপরিমিত .... প্রদর্শন করতেন। তাঁর ন্যায় ....., ... বন্ধুও ..... শাসক ..... বিরল। তাঁর এ সকল ..... ও ..... জন্য তিনি ..... হিসেবে ..... হয়ে .....।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

(ক) হযরত উসমান (রা) এর পরিচয় দিন।

(খ) হযরত উসমান (রা) এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

(গ) হযরত উসমান (রা) এর চারিত্রিক গুণাবলি থেকে তিনটি গুণের উল্লেখ করুন।

(ঘ) হযরত উসমান (রা) দুটি জনহিতকর কাজের উল্লেখ করুন।

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

(ক) হযরত উসমান (রা) এর চারিত্রিক গুণাবলি আলোচনা করুন।

(খ) হযরত উসমান (রা) এর দানশীলতা ও জীবন যাপন সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

(গ) শিক্ষার প্রতি হযরত উসমান (রা) এর অনুরাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ঘ) হযরত উসমান (রা) এর জীবন আদর্শ বর্ণনা করুন।

হযরত আলী (রা:) এর জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত আলী (রা:) এর জন্ম ও পরিচয় বলতে পারবেন।
- হযরত আলী (রা:) এর ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- হযরত আলী (রা:) এর চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.৭.১ : হযরত আলী (রা:) এর জন্ম ও পরিচয়

ইসলামের সোনালী যুগের ৪র্থ খলীফা হযরত আলী (রা:) রাসূল করীম (স:) এর চাচা আবু তালিবের পুত্র ছিলেন। হযরত আলী (রা:) এর ডাকনাম ছিল আবু তোরাব। হাশিম গোত্রে তাঁর জন্ম হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বৎসর পূর্বে ৬০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবু তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হযরত আলী (রা:) মহানবী (স:) এর হাতে লালিত পালিত হন। তাঁর মাতার নাম ছিল ফাতিমা বিনতে আসাদ ইবনে হাশিম।

হযরত আলী (রা:) ২৪ বছর বয়সে মহানবী (স:) এর স্নেহের কন্যা বিবি ফাতিমাকে বিবাহ করেন। হযরত আলী (আ:) ২৭শে জানুয়ারী ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে শাহাদাত বরণ করেন।

৯.৭.২ : ইসলামের খিদমতে হযরত আলী (রা:)

হযরত আলী (রা:) প্রাথমিক জীবন থেকেই ইসলামের সেবা করেছেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা:), হযরত উমর (রা:) এবং হযরত উসমান (রা:) এর মত বিত্তশালী ছিলেন না বলে ইসলামের কল্যাণে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে পারেননি। কিন্তু তিনি তাঁর অসি ও মসি দ্বারা ইসলামের খেদমতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহানবী (স:) এর সাথে তিনিও কুরায়শদের হাতে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। হিজরতের সময় শত্রু বেষ্টিত গৃহে হযরতের নির্দেশে- মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তিনি হযরতের বিছানায় শায়িত ছিলেন। মহানবী (স:) মদীনার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করেন। প্রাত:কালে কুরায়শগণ হযরত আলীকে মহানবী (স:) এর বিছানায় শায়িত দেখতে পেয়ে হতাশ ও বিস্মিত হয়। মহানবী (স:) এর মদীনায় গমন করার পর হযরত আলী সেখানে মহানবী (স:) এর সাথে মিলিত হন।

হযরত আলী (রা:) ইসলামের প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। রাসূল (স:) তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজ তলোয়ার জুলফিকার প্রদান করেন। খায়বার বিজয় তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। তিনি ইয়ামানেও ইসলাম প্রচারের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচারে অত্যন্ত সফলতা লাভ করেন।

৯.৭.৩ : হযরত আলী (রা:) এর চরিত্র ও আদর্শ

হযরত আলী (রা:) শৈশব কাল থেকেই মহানবী (স:) এর তত্ত্বাবধান ও সংসর্গ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মহানবী (স:) এর নিকট থেকে তিনি যাবতীয় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। যৌবনে হযরত আলী মহানবী (স:) এর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

হযরত আলী (রা:) ছিলেন সরলতা ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ। জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তিনি ফকীরের ন্যায় অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। তাঁর ঘরে কোন চাকর চাকরানী ছিল না। তাঁর স্ত্রী মহানবী (স:) এর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা:) নিজ হাতে গম ভাংতেন। জীবিকার্জনের জন্য তিনি সর্বদা পরিশ্রমের কাজ করতেন। বিরাট সাম্রাজ্যের শাসক হয়েও তিনি গরীবের মতো জীবন যাপন করতেন। তিনি জীর্ণ কুটিরে বাস করতেন। মোটা কাপড় পরতেন এবং নিজ হাতে কাজ করতে গর্ববোধ করতেন। হযরত আলী (রা:) ছিলেন শান্ত, নম্র ও পরোপকারী। তিনি মহানবী (স:) এর সঙ্গী ছিলেন। হযরত আলী ছিলেন পন্ডিত ব্যক্তি। সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি কুরআন মাজীদের যোগ্য ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন। রাসূলে করীম (স:)

হযরত আলীকে "জ্ঞানের দ্বার" উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত "দেওয়ানে আলী" আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর আমলে কুফার জামে মসজিদ জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। তিনি নিজেই এখানে শিক্ষার্থীদের কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিতেন। হযরত আলী সর্বপ্রথম হাদীস লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর হাদীস গ্রন্থ সহীফা নামে পরিচিত ছিল। তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দানের জন্যে দুই হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৭

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন-

(ক) হযরত আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেন

ক. বনু নাজীলর গোত্রে — খ. বনু বকর গোত্রে

গ. বনু হাশিম গোত্রে — ঘ. তামিম গোত্রে

(খ) হযরত আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেন কত সালে?

ক. ৫৮০ খ্রিস্টাব্দে — খ. ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১০ম হিজরীতে — ঘ. ৬০০ খ্রিস্টাব্দে

(গ) হযরত আলী (রা) কত বয়সে হযরত ফাতেমাকে বিবাহ করেন?

ক. ২৮ বছর বয়সে — খ.২৪ বছর বয়সে

গ. ২৭ বছর বয়সে — ঘ. ১৪ বছর বয়সে

(ঘ) কত সালে হযরত আলী (রা) ইনতিকাল করেন?

ক. ৪০ হিজরীতে — খ. ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে

গ. ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে — ঘ. ৬০ খ্রিস্টাব্দে

২। উত্তর সঠিক 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

(ক) হযরত আলী (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর চাচাত ভাই ছিলেন।

(খ) হযরত আলী (রা) একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন।

(গ) মহানবী (সা) এর সাথে হযরত আলী (রা) মদিনায় হিজরত করেন।

(ঘ) হযরত আলী (রা) এর স্ত্রী ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা)।

৩। ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বাম পাশের বাক্য সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) হযরত আলী (রা) ছিলেন সরলতা ও আত্মত্যাগের	ইবনে হাশিম
(খ) তাঁর মায়ের নাম ছিল ফাতিমা বিনতে আসাদ	জুলফিকার
(গ) যৌবনে পদার্পণ করে তিনি তরবারি চালনা	শিক্ষা করেন
(ঘ) হযরত আলী (রা) এর তরবারির নাম ছিল	সুমহান আদর্শ

৪। এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(ক) হযরত আলী (রা) এর পিতার নাম কী?

(খ) তিনি কোথায় লালিত পালিত হন?

(গ) হযরত আলী (রা) এর তরবারির নাম কী ছিল?

(ঘ) হযরত আলী (রা) এর শিক্ষক কে ছিলেন?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন-

(ক) ..... তাঁর বীরত্বে ..... হয়ে ..... নিজ ..... প্রদান করেন। ..... বিজয় ..... বিশেষ .....। তিনি ..... ও ..... প্রচারে .... লাভ করেন।

(খ) হযরত আলী (রা) ..... ছিলেন। তাঁর রচিত "..... ....." আরবি ..... এক বিশেষ .....। .... কুফায় .... জ্ঞান-বিজ্ঞানের ..... রূপে ..... উঠে। ..... সর্বপ্রথম ..... লিখতে ..... করেন এবং তাঁর ..... গ্রন্থ ..... নামে পরিচিত।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

(ক) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে হযরত আলীর ভূমিকা কী ছিল?

(খ) হযরত আলী (রা) এর চরিত্র কেমন ছিল?

(গ) হযরত আলী (রা) এর শৈশবকালের বর্ণনা করুন।

(ঘ) হযরত আলী (রা) এর বংশ পরিচয় দিন।

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

(ক) "হযরত আলী (রা) ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন" আলোচনা কর।

(খ) হযরত আলী (রা) এর চারিত্রিক মাধুর্য ও আদর্শ বর্ণনা করুন।

হযরত খাদিজা (রা:) এর জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত খাদিজা (রা:) এর জন্ম ও পরিচয় দিতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স:) এর সাথে পরিচয় ও বিবাহের বর্ণনা দিতে পারবেন
- হযরত খাদিজা (রা:) এর সন্তান-সন্ততির পরিচয় বলতে পারবেন
- হযরত খাদিজা (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- হযরত খাদিজা (রা:) এর জীবনাদর্শ তুলে ধরতে পারবেন।

৯.৮.১: হযরত খাদিজা (রা:) এর জন্ম ও পরিচয়

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা:) ৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খোয়াইলিদ বিন আসাদ আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল ফাতিমা বিনতে যায়েয। তাঁর ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ ছিল কুরায়শ। এই হিসেবে হযরত খাদিজা (রা:) ছিলেন হযরতের চাচাত বোন। হযরত খাদিজা (রা:) ইসলাম পূর্ব যুগে 'তাহিরা' নামে পরিচিত ছিলেন। ইসলাম পূর্ব যুগের সকল কুসংস্কার থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তাঁর আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র ছিল উন্নতমানের। তিনি অন্যায় কাজ থেকে সব সময় বিরত থাকতেন। ফলে তাঁর স্বভাব-চরিত্রে কালিমাযুক্ত হয়নি। তাই তাঁকে তাহিরা নামে ডাকা হত। তিনি নিজে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। নুবুওয়াতের দশম বর্ষে ৬৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে মহানবী (স:) খুবই শোকাহত হয়েছিলেন।

৯.৮.২: হযরত মুহাম্মদ (স:) এর সাথে পরিচয় ও বিবাহ

হযরত খাদিজা (রা:) একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন এবং নিজেই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মচারীকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ করতেন। কিন্তু তাঁর বিশাল ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনা করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তাই তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং ভাবতে থাকেন কার হাতে দেবেন এ বিশাল ধন-ভান্ডারের চাবি। আর মনে মনে খুঁজছিলেন একজন বিশ্বস্ত লোককে। অত:পর মুহাম্মদ (স:) এর কথা তিনি জানতে পারলেন। যিনি জনসেবা, পরোপকার, সততা, বিশ্বস্ততার জন্যে সমগ্র আরব দেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হযরতকে একজন দাসীর মাধ্যমে ডেকে পাঠালেন এবং হযরতের হাতে তাঁর ব্যবসার দায়িত্বভার তুলে দিতে চাইলেন। হযরত তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের সাথে পরামর্শ করে তাতে রাজি হলেন। অত:পর হযরত মুহাম্মদ (স:) হযরত খাদিজার মালামাল নিয়ে মক্কা থেকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দামেশ্ক গেলেন। হযরতের সাথে খাদিজার গোলাম মায়সারাও ছিল। দামেশ্কে ব্যবসা করে প্রভূত লাভ হল।

হযরত খাদিজা গোলাম মায়সারার কাছে হযরতের উন্নত চরিত্রের কথা শুনতে পেলেন। হযরতের স্বভাব-চরিত্র, কার্যদক্ষতা এবং গুণাবলি হযরত খাদিজাকে মুগ্ধ করে। ফলে তিনি হযরতের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন হযরত খাদিজার বয়স চল্লিশ বছর আর হযরতের বয়স ছিল পঁচিশ বছর। খাদিজার এই প্রস্তাব হযরত তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের পরামর্শে সহৃদয় চিত্তে গ্রহণ করেন। হযরতের সাথে বিবাহের পূর্বে হযরত খাদিজা (রা:)-এর আরও দুটি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম বিবাহ হয় আবু হালার সঙ্গে এবং আবু হালার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ হয় আতীক ইবনে সাঈদ আল মাখযুমী এর সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরতের সঙ্গে হযরত খাদিজা (রা:) এর বিবাহ হয়। হযরত খাদিজা (রা:) এর বিবাহে আবু তালিব, হযরত হামযাহসহ কুরায়শদের অনেক নেতৃস্থানীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর চাচা আবু তালিব বিবাহের খুতবা পাঠ করেন এবং ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বক্তৃতা করেন। বিবাহ উত্তর হযরত খাদিজা (রা:) একটি বড় গাভী জবাই করে সবাইকে আহার করিয়ে দেন।

৯.৮.৩: হযরত খাদিজা (রা:) এর সন্তান-সন্ততি

মহানবী (স:) এর সাথে হযরত খাদিজা (রা:) এর বিবাহ তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহানবী (স:) এর সাথে বয়সের সামঞ্জস্য না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুখের। হযরত খাদিজা (রা:) এর গর্ভে এবং মহানবী (স:) এর ঔরসে তিন পুত্র এবং চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র সন্তানগণ হচ্ছেন:- হযরত কাসিম, আবদুল্লাহ এবং তাহির। আর কন্যা সন্তানগণ হচ্ছেন:- যয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও হযরত ফাতিমা (রা:)। হযরতের পুত্র সন্তানগণ শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হযরত মুহাম্মদ (স:) তাদের মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হন।

৯.৮.৪: হযরত খাদিজা (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ

মহানবী (স:) এর সহধর্মীনী হযরত খাদিজা (রা:) সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। মহানবী (স:) হেরা পর্বতের গুহা থেকে একদিন খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরছিলেন। হযরত খাদিজা (রা:) আপন স্বামীর অবস্থা স্বীয় বুদ্ধিমত্তার দ্বারা বুঝতে পারলেন। তাছাড়া রাসূল (স:) তাঁর কাছে সকল বিষয় খুলে বললেন। হযরত খাদিজা (রা:) মহানবী (স:) এর কাছে সকল ঘটনা শুনে তাঁকে উৎসাহ প্রদান করলেন এবং বললেন, আল্লাহ আপনাকে পয়গম্বররূপে নির্বাচন করেছেন। কারণ, তিনি নুবুওয়াত ও আম্বিয়া-ই কিরাম এবং ফিরিশতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তাছাড়া হযরত খাদিজা (রা:) এর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন এবং সবকিছু খুলে বললেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এ ঘটনা শুনে তাঁর নুবুওয়াত লাভের বিষয় সম্পর্কে মহানবীকে অবহিত করলেন।

হযরত খাদিজা মহানবী (স:) এর স্ত্রী ও দিবা রাত্রির সঙ্গিনী হিসেবে তাঁর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মহানবী (স:) এর উন্নত ও মহান চরিত্রে তিনি বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর গুণাবলি ও স্বভাব প্রকৃতির উপর হযরত খাদিজার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মুহাম্মদ (স:) অচিরেই নবী হবেন। এরপর হতে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নিকট প্রায়ই আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হতে লাগল। প্রাথমিক যুগে হযরতের ওপর যে সব বাণী অবতীর্ণ হত তা ছিল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন। হযরত খাদিজা (রা:) মহানবী (স:) এর ওপর অবতীর্ণ নতুন ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম মানুষ যিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে গৌরব লাভ করেন।

৯.৮.৫ : হযরত খাদিজা (রা:) এর জীবনাদর্শ

হযরত খাদিজা (রা:) ৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আরবের অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করেও সৎচরিত্রের অধিকারি ছিলেন। তিনি কোন অন্যায় ও অশ্লীল কাজে কখনো যোগ দেননি। তাঁর স্বভাব চরিত্র ছিল উন্নতমানের। তাই তাঁকে তাহিরা বা পবিত্র বলা হত। তিনি মহানবী (স:) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সকল সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর এতে মহানবী (স:) আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী হতে পেরেছিলেন এবং সকল সম্পদ তিনি অকাতরে ইসলামের জন্যে ব্যয় করেছেন। হযরত খাদিজা (রা:) রাসূল (স:) কে খুব ভাল ভাসতেন। মহানবী (সা) এর সহধর্মিনী হিসেবে তিনি সকল মহিলার অনুসরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন। তার জীবদ্দশায় মহানবী (স:) আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি। হেরা পর্বতের গুহায় দিনের পর দিন যখন মহানবী (স:) ধ্যানমগ্ন থাকতেন তখন মাঝে-মাঝে হযরত খাদিজা (রা:) নিজেই সেখানে খাবার নিয়ে যেতেন।

মহানবী (স:) এর প্রতি প্রবল ভালবাসা, ইসলাম প্রচারে মহানবী (স:)কে সাহস ও উৎসাহ প্রদান, ইসলামের খাতিরে হযরত খাদিজার সকল সম্পদ দান করা প্রভৃতি গুণের জন্যে আল্লাহ তায়ালা হযরত খাদিজা (রা:) এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। একদিন হযরত জিবরাঈল মহানবী (স:) এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে খাদিজার কাছে সালাম পৌঁছে দেন। তাঁকে জান্নাতের একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দেন যা শুধু একটি মুতির দ্বারা নির্মিত।

পৃথিবীর সকল আলিম-কিরাম একমত যে, তিনজন সর্বোত্তম মহিলার মধ্যে হযরত খাদিজা (রা:) একজন। হযরত খাদিজা (রা:)-এর অবদান ও আদর্শ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। বর্তমান পৃথিবীতে মহিলাগণ যদি হযরত খাদিজার আদর্শ অনুস্মরণ করেন তা হলে পারিবারিক জীবনে কোন অশান্তি থাকবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৮

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

(ক) হযরত খাদিজা (রা)-এর মায়ের নাম ছিল-

ক. উম্মে আসমা　　খ. বনু বকর গোত্রে

গ. হানতামা　　ঘ. ফাতিমা বিনতে যায়িদ

(খ) ইসলাম পূর্ব যুগে হযরত খাদিজা (রা) এর নাম কি ছিল?

ক. সা'দিয়া　　খ. তাহিরা

গ. উম্মুল মুমিনীন　　ঘ. হোমাইরা

(গ) কত সালে হযরত খাদিজা (রা) এর মৃত্যু হয়?

ক. ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে　　খ. ১০ হিজরীতে

গ. নুবুওয়াতের ১০ম বছরে　　ঘ. ৬১৮ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) খাদিজা (রা) কত বছর বয়সে হযরতকে বিবাহ করেন?

ক. ২৫ বছর বয়সে　　খ. ৩৫ বছর বয়সে

গ. ৪০ বছর বয়সে　　ঘ. ৩৬ বছর বয়সে

২। উত্তর সঠিক 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন ঃ

(ক) বিবি খাদিজা হযরতের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

(খ) হযরতের সাথে বিবি খাদিজা দামেশ্‌কে ব্যবসা করতে যান

(গ) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সাথে বিবাহের পূর্বে খাদিজার কোন বিবাহ হয়নি।

(ঘ) মহানবী (সা) এর সাথে হযরত খাদিজা (রা)-এর বিবাহের পর ৪ কন্যা ও ৩ পুত্র গর্ভে ধারণ করেন।

৩। ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ বেঁছে নিয়ে বাম পাশের বাক্য সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) খোয়ায়লিদ বিন আসাদ ছিলেন	আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী।
(খ) তাঁর উর্ধ্বতন ৫ম পুরুষ ছিল	কুরাইশ।
(গ) হযরত খাদিজা ইসলাম পূর্ব যুগের	তাহিরা নামে পরিচিত ছিলেন।
(ঘ) হযরত খাদিজা মহানবী (সা) কে	সুমহান আদর্শ।
যার কাছে নিয়ে গেলেন তিনি হলেন	ওয়ারাকা বিন নওফেল।

৪। এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(ক) হযরত খাদিজা (রা) কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) হযরত খাদিজা (রা) এর পিতার নাম কি?

(গ) ইসলাম পূর্ব যুগে হযরত খাদিজাকে কোন নামে ডাকা হত?

(ঘ) হযরত খাদিজা (রা) এর গোলামের নাম কি ছিল?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) হযরত খাদিজা ..... পূর্ব ..... থেকে ..... নামে পরিচিত ছিল। ..... পূর্ব ..... সকল ..... থেকে .... ছিলেন।

(খ) হযরত খাদিজা (রা) .... ছিলেন এবং ..... ব্যবসা ..... পরিচালনা .....।

(গ) মহানবী (সা) এর সাথে .... এর ..... তার জীবনের ..... এক ঘটনা। হযরত খাদিজার ..... এবং মহানবীর ..... তিনি ..... এবং .... জন্মগ্রহণ করেন।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

(ক) হযরতের সাথে বিবাহের পর বিবি খাদিজার কয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

(খ) বিবি খাদিজার পরিচয় দিন।

(গ) বিবি খাদিজার কয়েকটি গুণের উল্লেখ করুন।

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

(ক) মহানবী (সা) এর সাথে বিবি খাদিজার বিবাহের ঘটনা উল্লেখ করুন।

(খ) হযরত খাদিজা (রা) এর সন্তান-সন্ততির পরিচয় দিন।

(গ) হযরত খাদিজার জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

হযরত আয়িশা (রা:) এর জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত আয়িশা (রা:) এর জন্ম ও পরিচয় দিতে পারবেন।
- হযরত আয়িশা (রা:) এর জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মহানবী (স:)এর সাথে হযরত আয়িশা (রা:)-এর বৈবাহিক জীবনের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- হযরত আয়িশা (রা:) এর জীবনাদর্শ তুলে ধরতে পারবেন।

৯.৯.১ : হযরত আয়িশা (রা:) এর জন্ম ও পরিচয়ঃ

হযরত আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা:) রাসূল (স:) এর প্রিয় পত্নী ছিলেন। তিনি হিজরতের আট কিংবা নয় বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মে রুমান বিনতে উমাইয়া ইবনে আমির। পৈত্রিক নামানুসারে তাঁর লকব ছিল সিদ্দীকা। তার কুনিয়াত বা উপনাম ছিল উম্মুল মুমিনীন ও উম্মে আবদুল্লাহ। হোমাইরা নামেও তিনি অভিহিত হতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা:) ছিলেন নি:ন্তান। জন্মের পর কুরায়শ বংশের প্রথানুসারে তাঁকে লালন পালনের ভার দেয়া হয় ওয়ায়েল এর স্ত্রীর উপর। ওয়ায়েলের স্ত্রী পরম আনন্দে তাঁকে লালন পালন করেন। ওয়ায়েল নিজেও আয়িশা (রা:)-কে অতিশয় স্নেহ করতেন।

শৈশব কালেই হযরত আয়িশা (রা:) এর আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা ও মেধাশক্তি সকলকে আকৃষ্ট করে। হযরত আয়িশা (রা:) এর মধ্যে শিশু সুলভ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তিনি অন্যান্য শিশুদের মতো খেলাধূলা, আমোদ ফুর্তি ও দৌড়াদৌড়ি করতেন। ছোট কালেই তিনি ঘোড়ায় চড়া শিখেছিলেন। হযরত আয়িশা (আ:) ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৫৮ হিজরী সনের ১৭ রামাদান ইন্তিকাল করেন।

৯.৯.২: হযরত আয়িশা (রা:) এর জ্ঞানার্জন ঃ

তৎকালীন আরব সমাজে লেখাপড়ার তেমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তখন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা কিছু কিছু বিদ্যা অর্জন করত। হযরত আয়িশা (রা:) তাঁর বিদ্বান পিতা হযরত আবু বকরের কাছে পড়া-লেখা শুরু করেন। হযরত আয়িশা (রা:) পিতার নিকট কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষা করেন। অল্প দিনের মধ্যেই হযরত আয়িশা (রা:) পিতার গুণাবলি অর্জন করেন।

হযরত আয়িশা (রা:) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি একবার যা শুনতেন তা কণ্ঠস্থ করে রাখতে পারতেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে বিখ্যাত কবি লাবীদ ইবনে রবিয়ার কবিতা শুনা মাত্রই মুখস্থ করে ফেলেন।

মহানবী (স:) এর দরবার হতে হযরত আবু বকর (রা:) কুরআন শরীফের নতুন আয়াত শুনে হযরত আয়িশা (রা:) কে শিক্ষা দিতেন। আর হযরত আয়িশা (রা:) তা আগ্রহ সহকারে মুখস্থ করে নিতেন। ইতিমধ্যেই তিনি ইসলামের বিধি-বিধান নামায, রোযা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানার্জন করে ফেলেন।

তাছাড়া তিনি গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কাছেও লেখাপড়া শিখেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবে চল্লিশ জন শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। তাদের মধ্যে মহিলা বিদূষী সাফা বিনতে আবদুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। এই বিদূষী মহিলা হযরত আয়িশা (রা:) এর গৃহ শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। তিনি বিশেষ যত্নসহকারে সর্ববিষয়ে শিক্ষাদান করে তাঁকে উপযুক্ত শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলেন। এই গৃহ শিক্ষয়িত্রী ও পিতার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় হযরত আয়িশা (রা:) পরিণত বয়সে ইসলামের ইতিহাসে নজীরবিহীন অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষালাভ করা ছাড়াও তিনি গৃহস্থালি বিদ্যায়ও ছিলেন পারদর্শী। তিনি আদর্শ গৃহিনী, ধর্মপরায়ণা মায়ের কাছ থেকে গৃহস্থালির সকল কাজকর্ম শিখেন। চিকিৎসা বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন।

৯.৯.৩: হযরত আয়িশা (রা:) এর বৈবাহিক জীবন

হযরত খাদিজা (রা:) এর ইনতিকালের পর হযরত রাসূল (স:) খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রা:)-এর গর্ভের মেয়েদের লালল-পালন ও দেখা-শুনার জন্য তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অনেকেই তাকে শান্ত্বনার বাণী শুনান। এ সময়ে হযরত উসমান ইবনে মাযউনের স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে হাকিম মহানবী (স:) এর নিকট হযরত আয়িশা (রা:) এর বিবাহের প্রস্তাব দেন। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা:) একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অত:পর হযরত আবু বকর (রা:) সম্মতি দান করেন। হযরত আবু বকর ছিলেন হযরতের বাল্যবন্ধু, যৌবনের সাথী। প্রিয় সহচর হযরতের সাথে তাঁর মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

বিবাহের কথাবার্তা উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হল। অত:পর নুবুওয়াতের দশম সালের ২৫শে শাওয়াল ৬২০ সালের মে মাসে পাঁচশত দিরহাম মোহর ধায্য করত: বিনা আড়ম্বরে হযরত রাসূল (স:) এর সাথে হযরত আয়িশা (রা:) এর বিবাহপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

এ বিবাহে তৎকালীন গণ্যমান্য যেসব ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আবু কোহাফা, হযরত উসমান ইবনে মাযউন, হযরত আব্বাস (রা:), হযরত হামযা (রা:), হযরত আয়িশার বান্ধবী আতিয়া, উম্মে হানী, হযরত খাওলাহ এবং উম্মে রূমান অন্যতম।

বিবাহের সময় হযরত আয়িশা (রা:) এর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। বিবাহের পর তিনি পিত্রালয়েই থেকে যান। দীর্ঘ তিন বৎসর পিত্রালয়ে থাকার পর নয় বৎসর বয়সে তিনি স্বামীগৃহে গমন করেন। হযরত আবু বকর (রা:) এ বিবাহের আকদ পড়ান।

৯.৯.৪: হযরত আয়িশা (রা:) এর জীবনাদর্শ

হযরত আয়িশা (রা:) এর জীবনাদর্শ অতুলনীয়। পৃথিবীতে যাঁরা আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ও আদর্শে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন হযরত আয়িশা (রা:) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হযরত আয়িশা (রা:) এর মধ্যে বহু গুণের সমাবেশ ঘটে ছিল। তিনি ছিলেন অনন্য সুন্দরী, তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি সম্পন্ন, বিদূষী, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, সত্যের সাধক, আদর্শ স্বামী সেবিকা। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্রবতী, খোশ আলাপী। এক কথায় মানবীয় চরিত্রের সকল গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

হযরত আয়িশা (রা:) রাসূল (স:) এর মহিয়ষীগণের মধ্যে ছিলেন বয়সে সর্বকনিষ্ঠা। বহু সংখ্যক সমপত্নী বেষ্টিত থেকেও তিনি নারীত্বের চরম শিখরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যা নারী জাতির জন্য আদর্শে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মুনাফিক ও হিংসুকগণ তাঁর চরিত্রে যে কালিমা লেপন করেছিল সেসময় তিনি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি ধৈর্যের যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা একমাত্র হযরত আয়িশা (রা:) এর মত পূত-পবিত্র রমণীর দ্বারাই সম্ভব ছিল।

বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি রোযা রাখতেন এবং রাত্রিবেলা আল্লাহর ইবাদতে ডুবে থাকতেন। ফকির মিসকীনদের তিনি উদার হস্তে দান করতেন। তাঁর হাতে লক্ষ টাকা আসলেও তিনি মুহূর্তের মধ্যে তা গরীবের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অতি উচ্চে। তিনি রাসূল (স:) এর নিকট থেকে ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেন। মহানবী (স:) এর ইন্তিকালের পর বিভিন্ন বিধি-বিধান ও ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা হত। তাঁর মেধা ও জ্ঞানের বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি লিখতে, পড়তে জানতেন। তিনি হাদিস, তাফসীর, সাহিত্য ও বংশধারা বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারিনী ছিলেন। বাগ্মীতায় তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তাঁর সাথে জগতের কোন মহিলার তুলনা চলে না। তিনি সকল গুণের ও আদর্শের অধিকারি মহিয়ষী নারী ছিলেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ সকলের জন্যে প্রযোজ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৯

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) হযরত আয়িশা (রা) কে সিদ্দিকা লকব দেন?

ক. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) খ. সাহাবায়ে কিরাম

গ. পৈত্রিক সূত্রে লাভ করেন ঘ. হযরত আলী (রা)

(খ) হযরত আয়েশা (রা) এর সন্তান সংখ্যা-

ক. ৩টি খ. ৭টি

গ. ৫টি ঘ. নি:সন্তান

(গ) হযরত আয়িশা (রা) কার দ্বারা লালিত-পালিত হন?

ক. উম্মে রুমান এর কাছে খ. ওয়ায়েল এর স্ত্রীর কাছে

গ. হযরত আবু বকরের বাড়িতে ঘ. বিবি খাদিজার গৃহে

(ঘ) হযরত আয়িশা (রা) এর উপনাম কি ছিল?

ক. সিদ্দিকা খ. উম্মে সালামা

গ. উম্মে আবদুল্লাহ ঘ. তাহিরা

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন-

(ক) হযরত আয়িশা (রা) এর আরেক নাম ছিল হোমায়রা।

(খ) হযরত আয়িশা (রা) ঘোড়ায় চড়া জানতেন না।

(গ) হযরত আয়িশা (রা) লবিদ এর কবিতা মুখস্থ করতে পারতেন।

(ঘ) চিকিৎসা বিদ্যায় হযরত আয়িশা পারদর্শী ছিলেন।

৩। ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ বাছাই করে বাম পাশের বাক্য মিলিয়ে পূর্ণ করুন-

(ক) হযরত আয়িশা (রা) ছিলেন অত্যন্ত	বিদ্যমান ছিল
(খ) হযরত আবু বকর (রা) বিবাহের আকদ	দান করতেন।
(গ) ফকির মিসকিনদের তিনি উদার হস্তে	বিদুষী
(ঘ) মানবীয় গুণাবলি তার মধ্যে	পড়ান।

৪। এক কথায় উত্তর দিন

(ক) হযরত আয়িশা (রা) এর কয়জন সন্তান ছিল?

(খ) হযরত আয়িশা (রা) কত বছর বয়সে রাসূল (সা) কে বিবাহ করেন?

(গ) হযরত আয়িশা (রা) থেকে কয়টি হাদিস বর্ণিত আছে?

(ঘ) হযরত আয়িশা (রা) এর গৃহ শিক্ষয়িত্রীর নাম কী?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন-

(ক) ..... সময় তিনি ..... রাখতেন এবং .... আল্লাহর ..... ডুবে থাকতেন।

(খ) ..... বর্ণনাকারীদের মধ্যে ..... ছিলেন .....। তিনি ..... তাফসীর, ... ও ..... বিষয়ে .... ছিলেন।

(গ) হযরত আয়িশা (রা) এর সাথে ..... কোন ..... তুলনা .....। তিনি সকল ..... ও ..... অধিকারী .... ছিলেন।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

(ক) হযরত আয়িশা (রা) কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় দিন।

(খ) হযরত আয়িশা (রা) এর আচার-আরচণ বর্ণনা করুন।

(গ) হযরত আয়িশা (রা) এর মেধা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন।

(ঘ) পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া তিনি আর কোন্ কোন্ বিদ্যা অর্জন করেছিলেন?

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

(ক) হযরত আয়িশা (রা) এর জ্ঞানার্জন সম্পর্কে একটি ধারণা দিন।

(খ) হযরত আয়িশা (রা) এর বৈবাহিক জীবনের বর্ণনা দিন।

(গ) আদর্শ নারী হিসেবে হযরত আয়িশা (রা) এর মহত্ব বর্ণনা করুন।

চার ইমামের জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইমাম আবু হানীফা (র:) এর জন্ম ও পরিচয় দিতে পারবেন।
- ইমাম আবু হানিফা (র:) এর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইমাম মালিক (র:) এর পরিচয় ও অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইমাম শাফিয়ী (র:) এর পরিচয় ও অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা:) এর পরিচয় ও অবদান তুলে ধরতে পারবেন।

৯.১০.১ : ইমাম আবু হানিফা (রা:) এর পরিচয়

ইমাম আবু হানিফা (রা:) এর আসল নাম নুমান। উপনাম আবু হানিফা পিতার নাম ছাবিত। প্রখ্যাত মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে তাঁর জন্ম সবার আগে। সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানদের মধ্যে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক। তিনি ইমাম আযম নামে খ্যাত। ইমাম আবু হানিফা (রা:) ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রা) অল্প বয়সে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কুরআন, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। অতপর ইলমে হাদিসে জ্ঞান অর্জনের জন্যে তিনি জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাম্মাদের ইলমী মাজলিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হন। ইমাম হাম্মাদের মৃত্যুর পর তিনি সর্ব সম্মতিক্রমে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অত:পর তিনি গোটা ইরাকের ফকীহ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ফলে সারা বিশ্বে তার ইলম ও ফিকহের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র বসরা, মক্কা মুয়াযযমা ও মদিনার শ্রেষ্ঠ উলামা ও ইমামগণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। আব্বাসীয় খলিফা মানসুর ইমাম আবু হানিফা (রা:) কে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানান। তৎকালীন বিচার ব্যবস্থা শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত না থাকায় তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এজন্য খলিফা মানসুর তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। হিজরী ১৫০ সালে ইমাম আযমকে বিষ প্রয়োগ করালে সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যু পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফা (রা:) ইবাদাতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং কাজ কর্মে অত্যধিক দৃঢ় ছিলেন। তিনি দুনিয়া হতে বিমুখ থেকে ইল্‌মের আমানত পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এবং উম্মতে মুসলিমার কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত ছিলেন।

৯.১০.২ : ইমাম আবু হানীফা (রা:) এর অবদান

ইমাম আবু হানিফা ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি সর্বপ্রথম ফিকহ শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী শাস্ত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। ইসলামী শরীআতের মাসআলাহসমূহ যাতে সঠিক ও বিশুদ্ধ হয় সেজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ফিকহবিদদের সমন্বয়ে "ফিকহ সম্পাদনা পরিষদ" গঠন করেন। তাঁর সম্পাদিত প্রায় তিরাশি হাজার মাসআলা নিয়ে "কুতুবে হানাফিয়া রচিত হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রা:) গবেষণা বা ইজতিহাদের মূলনীতি ছিল বৈশিষ্ট্যময়। তিনি যে সব বিষয়ে কুরআন ও হাদীস সাহাবাগণের কোন মতামত না পেতেন সে সকল বিষয়ে তিনি ইজতিহাদ বা কিয়াস দ্বারা সমাধান করতেন। কিয়াসের মধ্যে ইসতিহসানও এক প্রকার কিয়াস ছিল।

ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রা:) এর ভূমিকা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইমাম আবু হানিফা (রা:) প্রণীত ফিকহ যুক্তিভিত্তিক, সহজ-সরল ও সহজসাধ্য। একারণেই তাঁর ফিকহ মুসলমানদের নিকট অতি প্রিয়। বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে তাঁর মাজহাবের অনুসারীই বেশি। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার তাঁর শ্রেষ্ঠ শাগরেদ ছিলেন।

৯.১০.৩: ইমাম মালিক (রা:)-এর পরিচয় ও অবদান

ইমাম মালিক (র:) এর পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস। তাঁর উপাধি "ইমাম দারুল হিজরাহ"। তিনি পবিত্র মদিনার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ৯৩ হিজরী সনে পবিত্র মদিনা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। মদিনা নগরীতেই তিনি জ্ঞান সাধনা করেন। তিনি ৮৬ বছর বয়সে ১৭৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মদিনার জান্নাতুল বাকী নামক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মদিনার বিখ্যাত মুজতাহিদ রাবীয়াতুর রায়-এর নিকট থেকে ইমাম মালিক (রা:) ইলমে হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া শ্রেষ্ঠ ফকীহ, তাবেঈন থেকেও তিনি ইল্‌ম হাসিল করেন। অধিকাংশ হাদিসই তিনি ইমাম যুহরী থেকে শুনেছেন এবং রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি হিজাযের ইমাম বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সারা বিশ্বে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা মদিনা নগরীতে তাঁর কাছে হাদিস শিক্ষার জন্যে আসতেন। তিনি মসজিদে নববীতে হাদিস পড়াতেন।

ইমাম মালিক (রা:) ইল্‌মে ফিকহ ও ইল্‌মে হাদিস উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি "মুআত্তা" নামে একটি হাদিস গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম মালিক (রা:) অপরাপর মুজতাহিদ ইমামগণের নিকট স্বীকৃত নীতিমালার উপরই তাঁর মাযহাবের নীতিমালা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের আলোকে তিনি মাসআলা দিতেন। তাছাড়াও তিনি মদিনাবাসীদের আমল এবং মাসায়েল মুরসালাহর উপর গুরুত্ব দিতেন।

৯.১০.৪ ঃ ইমাম শাফেঈ (রা:)-এর পরিচয় ও অবদান

তাঁর পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস ইবনে আব্বাস ইবনে শাফেঈ। তিনি বংশ পরম্পরাক্রমে নবী করীম (স:) এর বংশের অন্তর্ভুক্ত হন। ইমাম শাফেঈ ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার অন্তর্গত গাযাহ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। দু বছর বয়সে মায়ের সাথে পবিত্র মক্কায় চলে আসেন। মক্কাতেই তিনি প্রতিপালিত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করেন। অত:পর দশ বছর পর্যন্ত মক্কার হুযাইল গোত্রে অবস্থান করে ইলমে লুগাত ও কবিতা পাঠ করেন। তার পর মক্কার মুফতি মুসলিম ইবনে খালিদ মুনযীর নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর মদিনায় এসে ইমাম মালিক (রা:)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও মুয়াত্তা অধ্যয়ন করেন। ইমাম শাফেঈ অসাধারণ প্রতিভা, মেধা, ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও বিনয়ী ছিলেন।

ইমাম শাফেঈ (রা:) শাফেঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ইল্‌মে হাদিস, ফিকহ ও ইজতিহাদী মাসায়েল দ্বারা দুনিয়াকে ভরপুর করে দিয়েছিলেন। যার কারণে ইরাক ও মিশরের মহান ব্যক্তিগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তৎকালীন আলেমগণের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সকলকে আকৃষ্ট করত। কুরআন, সুন্নাহ, ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যে তিনি ছিলেন সে যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। মিসর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণ তাঁর মাযহাবের অনুসারী।

৯.১০.৫: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা:)-এর পরিচয় ও অবদান

ইমাম আহমাদ (রা:) এর পুরো নাম ও উপাধি ছিল "আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী। ১৬৪ হিজরীতে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ এবং সেখানে প্রতিপালিত ও বড় হন। ইলমে হাদিসে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য তিনি ইমাম আবু হানিফা (রা:)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফের নিকট হয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত হাদিস অধ্যয়ন করেন। তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণের নিকট যেতেন এবং তাঁদের নিকট থেকে হাদিস শুনতেন এবং লিখে রাখতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি হাদিস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করে জ্ঞানের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করেন। ফলে তিনি সর্বসম্মতভাবে যুগের শ্রেষ্ঠ "ইমামুল মুহাদ্দিসীন" হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। অতপর ইমাম আহমদ ইমাম শাফেঈ (রা:) এর নিকট ইলমে ফিকহর শিক্ষা অর্জন করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ইমাম আহমাদ (রা:) এর শিষ্য ছিলেন।

অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের ন্যায় তাঁর মাযহাবের নীতিমালা ছিল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। তবে ইমাম আহমাদ কুরআন ও সুন্নাহকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং কিয়াসকে সামান্য গুরুত্ব প্রদান করতেন।

ইমাম আহমাদের চিরস্থায়ী কৃতিত্বের মধ্যে তাঁর 'মুসনাদ' উল্লেখযোগ্য। 'মুস্‌নাদে' তিনি ৪০হাজার হাদিস সংকলন করেছেন। তাঁর নিকট ৭ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাদিস মুখস্থ ও লিখিত ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.১০

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের টিক (✓) চিহ্ন দিন

(ক) ইমাম আবু হানিফার জন্মস্থান-

ক. বসরায় খ. কুফায়

খ. দামেশকে ঘ. বাগদাদে

(খ) ইমাম আবু হানিফা (রা) এর হাদিসের উস্তাদের নাম-

ক. ইবনে মাসউদ খ. ইবরাহীম নাখয়ী

গ. ইমাম আওযায়ী ঘ. ইমাম হাম্মাদ

(গ) ইমাম মালিক (রা) জন্মগ্রহণ করেন-

ক. ৮০ হিজরীতে খ. ৯০ হিজরীতে

গ. ৯৩ হিজরীতে ঘ. ৮৬ হিজরীতে

(ঘ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কত হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন-

ক. ৯৬ হিজরীতে খ. ১৬৪ হিজরীতে

গ. ১৫৩ হিজরীতে ঘ. ১৬১ হিজরীতে

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

(ক) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বংশানুক্রমে মহানবী (সা) এর বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(খ) ইমাম মালিক (রা) ইমাম যুহরী (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন।

(গ) ইমাম আহমদ মাসনাদে ৩০ হাজার হাদিস সংকলন করেছেন।

(ঘ) হিজরী ১৫০ সালে ইমাম আবু হানিফা (রা) মৃত্যুবরণ করেন।

৩। ডান পাশের শব্দ থেকে সঠিক শব্দ বাছাই করে বাম পাশের বাক্যে মিল করে লিখুন।

(ক) ইমাম আবু হানিফা (রা) এর মতে ইসতিহ্‌সান এক প্রকার	মুআত্তা
(খ) ইমাম মালিক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম–	কিয়াস
(গ) কুরআন, সুন্নাহ, ভাষা সাহিত্য ও কাব্যে ইমাম শাফেঈ ছিলেন সে যুগের অদ্বিতীয়–	কিয়াস ব্যক্তিত্ব
(ঘ) ইমাম আহমদের মাযহাবের নীতিমালা ছিল কুরআন	সুন্নাহ, ইজমা

৪। এক কথায় উত্তর দিন

(ক) যিনি ইজতিহাদ করেন তাকে কী বলা হয়?

(খ) যিনি হাদিস শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন তাকে কী বলা হয়?

(গ) ফিকহ শাস্ত্রে পন্ডিত ব্যক্তিকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়।

(ঘ) কুফা নগরী কোথায় অবস্থিত?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) ইমাম .... (রা) এর ..... মূলনীতি ছিল ..... । ..... যে সব বিষয়ে ..... ও ..... এবং ..... কোন মতামত না পেতেন তা ..... দ্বারা ..... করতেন।

(খ) ইমাম মালিক (রা)-এর পুরো নাম .... মালিক ....। ..... উপাধি ছিল "..... ....."।

(গ) .... ১৫০ হিজরীতে ..... অন্তর্গত ..... প্রদেশের জন্মগ্রহণ করেন।

(ঘ) ..... ১৬৪ হিজরীতে ..... জন্মগ্রহণ করেন।

৬। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

(ক) ইমাম আবু হানিফার পরিচয় দিন।

(খ) ইমাম মালিক (রা)-এর জ্ঞান সাধনা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) ইমাম শাফেঈ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(ঘ) শাফেঈ মাযহাব কোন কোন দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে লিখুন।

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন

(ক) ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর জীবনী ও অবদান বর্ণনা করুন।

(খ) ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম মালিক (রা) এর অবদান লিপিবদ্ধ করুন।

(গ) ইমাম শাফেঈ (রা) সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

(ঘ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রা) সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ১১ বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.১১.১: জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

আব্বাসীয় শাসনামলে মুসলমানগণ জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরাই প্রথম পৃথিবীর আকৃতি, অক্ষ রেখার পরিবর্তন বিষুবরেখার পূর্বগামিতা এবং ধূমকেতু সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। গ্রহপুঞ্জের গতি, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ এবং আবহাওয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুসলমানগণই আবিষ্কার করেন। এ ছাড়াও মুসলমানগণ টেলিস্কোপ, কম্পাস, দোলক এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পর্যবেক্ষণের জন্যে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। ইউরোপে সর্বপ্রথম মুসলমানগণই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। মুসলমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইবরাহীম আল ফাজারী-ই প্রথম সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা নিরূপণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। খলিফা আল মামুনের শাসনামলে জ্যোতির্বিদ্যার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ করা যায়। এ সময়ই বাগদাদে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি মানমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়াও আরেকটি মানমন্দির দামেস্কের কাছে কাসিয়ুনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী

আলী ইবনে ঈসা, আহমদ বিন মুহাম্মদ, আবুল আব্বাস আল ফারাগানী, আল খাওয়ারিযামী, আবুল বাশার বাল্‌খী, নাসির উদ্দিন আততুসী প্রমুখ জ্যোতির বিজ্ঞানীগণের নাম জগত বিখ্যাত।

৯.১১.২: ভূগোলে মুসলমানদের উৎকর্ষতা

ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমানগণ প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। পবিত্র হজ্জে গমন, মসজিদের কিবলা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমানগণ ভূগোল শাস্ত্রে প্রেরণা লাভ করেন। মুসলমানগণই প্রথম পৃথিবী গোলাকার বলে ধারণা দিয়েছিলেন, যখন ইউরোপীয়রা অভিমত দিয়েছিল যে পৃথিবী সমতল।

আব্বাসীয় যুগে ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমানগণ চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। এ সময় গ্রীক ভাষায় রচিত গ্রন্থরাজিসমূহ আরবি ভাষায় অনুবাদ হয়। ইয়াকুব ইবনে আল কিন্দি এবং সাবিত ইবনে কোরবাহ এই অনুবাদ কার্য সমাধা করেন। আল খাওয়ারযিমী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "সুরাত আল আরদ" (পৃথিবীর আকৃতি) এ সময় রচনা করেন। খলিফা আল মামুনের পরামর্শে পৃথিবীর একটি মানচিত্র এই গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছিল। এ কাজটি হয়েছিল মূলত ৭৯ জন পন্ডিত গবেষকদের সহযোগীতায়। এই মানচিত্রে পৃথিবীকে সাতটি ভূ-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। খলিফা মামুনের উৎসাহে মোহাম্মদ বিন মুসা পৃথিবীর একটি পরিমাপ করেছিলেন, "ইয়াকুত" তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মুজাম আল বুলদানে রাশিয়া সম্পর্কে নির্ভরশীল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

পারস্যের ইবনে খুরদাদবিহ ৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত ভূগোল গ্রন্থ "কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক" এ আরবদের বাণিজ্যপথ জাপান ও কোরিয়া প্রভৃতি দূরবর্তী দেশের বর্ণনা দিয়েছেন।

ভূগোল শাস্ত্র পূর্ণত্ব লাভ করে মূলত: হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এর মূলে যাদের অবদান রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন প্রখ্যাত ভূগোল বিশারদ আল ইসাখায়ী ইবনে হাউফল, আল মাকদ্দিসি, আল ইদ্রীসী, আলী কাজবীনি। তাছাড়া আলবেরুনী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোল বিশারদ। কিতাবুল হিন্দ গ্রন্থটি লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

আলবেরুনীই প্রথম ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তিনিই প্রথম প্রস্তুত করেন।

৯.১১.৩: গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

মুসলমানগণ আব্বাসীয় শাসনামলে গ্রীক গ্রন্থাবলি অনুবাদের মাধ্যমে গণিত অনুশীলন আরম্ভ করেন। সাবিত ইবনে কোররাহ এবং কুস্তাবিন লুফা গ্রীক গণিত আরবিতে অনুবাদ করেন। মুসলমানগণই প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন শূন্যের (০) ব্যবহার সম্পর্কে। ইউরোপে কিন্তু তখন শূন্য সংখ্যার ব্যবহার ছিলনা। মুসলমানগণই গণিত শাস্ত্রে ত্রিকোণমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে গ্রীকদের কোন ধারণা ছিল না। গণিত শাস্ত্রে আরবদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে "আরবি সংখ্যা" যা তারা ভারতীয়দের নিকট থেকে শিখেছিলেন। মুসলমানগণ তখন জ্যোতির্বিদ্যার পাশাপাশি পাটিগণিত ও বীজগণিতসহ গণিতের বিভিন্ন শাখায় পঠন-পাঠন অব্যাহত রাখেন। আরব মুসলমানরাই প্রথম গণিতের শিক্ষক ছিলেন।

বীজগণিতে আরবীয় মুসলমানদের অবদান উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়কে তাঁরা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলিত গণিতেও মুসলমানদের অন্তহীন অবদান রয়েছে। মুসলমানগণই সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন জ্যামিতিক সমস্যাবলির সমাধানে বীজগণিতিক সমস্যা।

গণিত শাস্ত্রে যাঁদের সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল–

আল খাওয়ারিজমী ছিলেন মুসলিম গণিতবিদদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। গণিত শাস্ত্রের আরেকজন দিকপাল হচ্ছেন আবু রায়হান মোহাম্মদ আলবেরুনী। আরেকজন গণিতবিদ হচ্ছেন আল বাত্তানী। তিনি ত্রিকোণমিতির অনুপাত সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। তিনি বর্ণ বিন্যাস পরিকল্পনা এবং চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। আল ফারাবীও একজন গণিতবিদ ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যামিতির ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৭০টির অধিক ভাষা জানতেন। এছাড়া আরও অনেক উল্লেখযোগ্য গণিতবিদ আছেন।

৯.১১.৪: চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই মুসলমানগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স:) মুসলমানদেরকে চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং চর্চার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করতেন। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বোখারী গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ঘটে উমাইয়া যুগে। আব্বাসীয় আমলে চিকিৎসা বিজ্ঞান আরও সম্প্রসারিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ যুগকে অনুবাদের যুগ এবং মৌলিক অবদানের যুগ এ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। অনুবাদের ক্ষেত্রে যারা সাফল্য অর্জন করেছেন তারা হলেন যাবির ইবনে হাইয়ান, হুনাইন ইবনে ইসহাক। ঈসা ইবনে ইয়াহিয়া এবং হুযাযেল প্রধান।

খলিফা আল মনসুরের আমলে জান্ডিশাপুরে চিকিৎসা বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এই কলেজে গ্রীক, ইরানীয়, সিরীয় এবং কিছু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করেছিলেন। জান্ডিশাপুরের কলেজটি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। বাগদাদে খলিফা হারুনুর রশীদ কর্তৃক নির্মিত হাসপাতালটি বিমারিস্তান নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

চিকিৎসা শাস্ত্রে মৌলিক কাজ করেন পারস্যবাসী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদ আলরাযি এবং ইবনে সিনা। আলরাযী মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদদের মধ্যে ইবনে সিনা ছিলেন সর্বাধিক বিখ্যাত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল "আলকানুন ফিত তীব্ব"। যা মেডিক্যাল বিশ্বকোষ নামে প্রসিদ্ধ। ইবনে সিনা চিকিৎসা শাস্ত্রে আরও ১৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। যাহবারী একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর শৈল্য চিকিৎসার গ্রন্থটি আজও চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্যে প্রয়োজনীয়।

মুসলিম চিকিৎসকরা প্রথমে জীব-জন্তুর ব্যবচ্ছেদ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে নিহত সৈনিক বা মৃতদের লাশ ব্যবচ্ছেদ শুরু করেন। এভাবে তাঁরা ব্যবহারিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। এ সময়কার আবু বকর ইবনে বদর ছিলেন বিখ্যাত পশু চিকিৎসক।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.১০

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক(✓) চিহ্ন দিন

(ক) বায়তুল হিকমা কোথায় অবস্থিত?

ক. হিমসে　　খ. বাগদাদে

গ. বসরায়　　ঘ. কুফায়

(খ) সুরত আল আরদ (ভূগোল) কে রচনা করেন?

ক. আল কিন্দি　　খ. খুরদাদবিহ

গ. আল মাকাদ্দিসি　　ঘ. আল খাওয়ারিযমী

(গ) গণিতে শূন্যের (০) ব্যবহার কে প্রথম করেন?

ক. ভারতীয় বিজ্ঞানীরা　　খ. ইউরোপীয়গণ

গ. মুসলমানগণ　　ঘ. গ্রীক দার্শনীকগণ

(ঘ) প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞান কলেজ কোন আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. মোঘল আমলে　　খ. সাহাবীদের আমলে

গ. খলিফা আল মানমুনের আমলে　　ঘ. খলিফা মামুনের আমলে

২। উত্ত সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন-

(ক) চিকিৎসা শাস্ত্রে মৌলিক কাজ করেন আল রাযি এবং ইবনে সীনা।

(খ) আবু রায়হান আল বেরুনী ছিলেন ভূগোল শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

(গ) "মুজাম আল বুলদানের" লেখক ছিলেন আল মুকাদ্দিসি।

(ঘ) খলিফা আল মামুনের আমলে জ্যোতির্বিদ্যা চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে।

৩। ডান পাশের সঠিক শব্দ দ্বারা বাম পাশের বাক্যের মিল করুন

(ক) সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা নিরূপণ করেন প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানী	ইবনে সীনা
(খ) পৃথিবীর পরিমাপ করেছিলেন প্রথম	আল বেরুনী
(গ) গণিত শাস্ত্রের একজন দিকপাল হচ্ছেন	মুহাম্মদ বিন মুসা
(ঘ) "আল কানুন ফিততিব্ব" নামক চিকিৎসা বিষয়য়ক গ্রন্থটি রচনা করেন-	ইবরাহীম আল কাযারী

৪। এক কথায় উত্তর দিন

(ক) নাসিরুদ্দিন আল তুসী কে ছিলেন?

(খ) কোন আমলে মুসলমানগণ জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষতা লাভ করেন?

(গ) "কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামলিক" গ্রন্থের লেখক কে?

(ঘ) "পৃথিবী গোলাকার" এ ধারণা প্রথম কে দেন?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) ভূগোল শাস্ত্র পূর্ণ অবয়ব লাভ করে .... শতাব্দীর ..... এর মূলে .... রয়েছে ..... হচ্ছেন ..... ভূগোল ....., ..., আলমুকাদ্দিসী, ... আল কাযবীনী। ..... প্রথম ঘোষণা করেন যে .... এবং পৃথিবীর ..... মানচিত্র তিনিই .... করেন।

(খ) ..... ছিলেন মুসলিম .... মধ্যে ..... ব্যক্তিত্ব।

(গ) .... চিকিৎসাশাস্ত্রে .... করেন।

৬। সংক্ষেপে উত্তর দিন

(ক) চিকিৎসা শাস্ত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নাম লিখুন।

(খ) জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ ৩জন বিজ্ঞানীর নাম লিখুন।

(গ) খুরদাদবিহ সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় দিন।

(ঘ) বীজগণিতে মুসলমানদের অবদান বর্ণনা করুন।

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন

(ক) জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান বর্ণনা করুন।

(খ) ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(গ) গণিত শাস্ত্রে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান বর্ণনা করুন।

কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইমাম আল গাযালীর পরিচয় দিতে পারবেন।
- ইবনে সিনার পরিচয় ও অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পরিচয় ও অবদান তুলে ধরতে পারবেন
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ সম্পর্কে তথ্য দিতে পারবেন।

৯.১২.১ ঃ ইমাম আল গাযালী (রঃ)

আবু হামিদ মুহাম্মদ আল গাযালী ৪৫০ হিজরী সালে পারস্যের তুষ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। মূলত তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ। তাঁর বাবা সুতার ব্যবসা করত। গাযাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সুতা বিক্রেতা। শৈশবেই তাঁর পিতৃ বিয়োগ হয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাকে পিতার অবর্তমানে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। আল গাযালী তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠতম ধর্মতত্ত্ববিদ আলিম ইমামুল হারামাইন আল জুয়াইনীর কাছে কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। আব্বাসীয় খিলাফতের তুর্কী সুলতান মালিক শাহের প্রভাবশালী উযীর নিযামুল মূল্‌ক তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তিনি তাঁকে বাগদাদের বিখ্যাত নিযামিয়া মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিয়োগ দান করেন। এভাবে গাযালী ৩৩ বছর বয়সে সমসাময়িক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে বিশিষ্ট পদমর্যাদা লাভ করেন।

আল গাযালী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তাঁর চিন্তাধারাকে মুসলিম ধর্মতত্ত্বের বিবর্তন বলে ধরা হয়। ফালাসিফা বা দার্শনিকদের বিরুদ্ধে তিনি বলেন- দার্শনিক মতবাদ কখনো ধর্মীয় চিন্তার ভিত্তি হতে পারে না। প্রয়োজনীয় সত্য সম্পর্কে শুধু ওহীর জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। কিন্তু দর্শন প্রত্যাদেশের সমান সত্য নয় আবার তা প্রত্যাদেশ বিরোধীও নয়। তিনি সমকালীন দার্শনিকদের দর্শন চিন্তার অপূর্ণতা দেখতে পান এবং তাদের সমালোচনা করেন। তাহাফাতুল ফালাসিফা গ্রন্থে তিনি দার্শনিকদের চিন্তার শূন্যতা প্রমাণ করেন। ইমাম গাযালী প্রায় চারশ গ্রন্থ রচনা করেন। এখানে তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল-

(১) এহ্‌ইয়া উলুমুদ্দীন (২) তাহাফাতুল ফালাসিফা (৩) কিমিয়ায়ে সা'আদাত (৪) হাকিকাতুর রহু (৬) দাকায়েকুল আখবার (৬) আসমাউল হুসনা (৭) ফাতাওয়া প্রভৃতি প্রধান।

ইমাম গাযালীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জগতে কখনো কখনো মহানবী (সঃ) এর পর তাঁকে শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষী হিসেবে দাবি করা হয়েছে। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে দুটো কারণ রয়েছে, যথাঃ (১) গ্রীক দর্শনের সাথে ইসলামের ঘোর মোকাবেলার দিনে তিনিই ছিলেন মুসলমানদের কর্ণধার। আর এ সংগ্রামে ইসলামী ধর্মশাস্ত্র বিজয়ী হয়েছিল। (২) তিনি শরীআত ও মারেফাতকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনেছিলেন। তিনি সুফীবাদের পরিপূর্ণতা দান করেন। এই মহামনীষী ৫০৫ হিজরীতে তুষনগরে ইন্তিকাল করেন।

৯:১২.২ ইবনে সীনা

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক, চিকিৎসক ও ভাষাতত্ত্ববিদ ইবনে সীনা ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবু আলী আল হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সীনা। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ সাসানীয় শাসক নূহ ইবনে মনসুরের আমলে একজন গভর্নর ছিলেন। ইবনে সীনা মাত্র তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞান চর্চার নানাবিধ ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। দর্শন, জ্যোর্তিবিজ্ঞান চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যামিতি, ভাষাতত্ত্ব, শিল্পকলা, ধর্মতত্ত্ব এবং সঙ্গীতের উপর তিনি ১২৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিশিষ্ট এবং বহুল পরিচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ-

১. কিতাব আল শিফাঃ দর্শনের একটি বৃহৎ বিশ্বকোষ

২. আলকানুন ফিত্‌তিব্বঃ চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ।

৩. সা'দিদীয়া: চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ।

৪. উ-ইয়ুন আল হিকমত: দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ।

৫. দানেশ নামা: দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থ।

ইবনে সিনার মতে, দর্শন, ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কিংবা স্বতন্ত্র বিষয়। তিনি বলেন– "দর্শনের কাজ নয় বিশ্বাসকে প্রজ্ঞার সাথে মিলিয়ে ফেলা, তিনি দর্শনকে যুক্তিবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা এবং অধিবিদ্যা এই তিনটি শাখায় বিভক্ত করেন। তিনি মনোবিদ্যা সম্পর্কেও গবেষণা করেন। তাঁর মতে দেহের সাথে আত্মা মূলত কোন সম্পর্ক নেই। তবে মানব দেহে যে সব উপাদান যোজিত হয় সেগুলো সবচেয়ে মসৃণ। তাঁর মতে আত্মদৈহিক ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় বস্তুজগতকে জেনে থাকে। তাঁর মতে প্রত্যেক সত্তার মৌলিক কারণ আল্লাহ।"

দর্শনের ক্ষেত্রে ইবনে সিনা যে অবদান রেখেন গেছে তা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তে কাল করেন।

৯.১২.৩: ইবনে তাইমিয়াহ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ একজন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ৬৬১ হিজরী সনের ১০ই রাবীউল আউয়াল তারিখে দামেস্কের অন্তর্গত হেরবানে জন্মগ্রহণ করেন। সাত/আট পুরুষ পর্যন্ত তাঁর বংশের সকলেই পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সকলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন একজন উচ্চস্তরের অলী-আল্লাহ। ইবনে তাইমিয়াহ দামেস্কে লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি তাঁর পিতা ও দামেস্কের অন্যান্য জ্ঞানী আলিমদের নিকট বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কুরআন, ফিকহ ও তর্কশাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করেন এবং বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে গণ্য হন।

ইবনে তাইমিয়াহ ১৭ বছর বয়সে ফাতওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। ৬৮১ হিজরীতে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি হাম্বালী ফিকহ-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে পিতার স্থলাভিসিক্ত হন। প্রতি শুক্রবারে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। তিনি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তিনি কুরআন হাদিসের আলোকে স্বাধীন মতবাদ প্রচার করতেন। ৩০ বছর বয়সে তাঁকে কাযীউল কুযাত প্রধান বিচারপতি এর পদ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি পরপর কয়েকবার কারাবরণ করেন। শাসকদের সাথে তাঁর মতের মিল না হওয়ায় তাঁকে বারবার কারাগারে যেতে হয়। কারাগারে তিনি কুরআনের তাফসীর ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। অত:পর তিনি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৭২৮ হিজরীর ২০ জুলকাদ তিনি সেখানে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় প্রায় দুই লাখ পুরুষ ও ১৫ হাজার মহিলা যোগদান করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ কুরআন-হাদিসের শাব্দিক অর্থের অনুসরণ করতেন। ইবনে তাইমিয়াহ বিদআতের কঠোর সমালোচক ছিলেন। দরবেশদের প্রতি অন্ধভক্তি ও কবর পূজা এবং মাযার জিয়ারতের প্রথাকে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতেন।

ইবনে তাইমিয়াহ আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। সারা জীবনটাই তিনি ধর্মীয় সংস্কারের সংগ্রামে অতিবাহিত করেন। কিভাবে তৎকালীন মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আকৃষ্ট করা যায়, তাই ছিল তাঁর একমাত্র প্রচেষ্টা।

তাঁর রচিত ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া ৩৮ খন্ডে বিভক্ত। যা আজও বিশ্ববাসীকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা দান করে আসছে।

৯.১২.৪: শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র)

ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলিম-ই-দ্বীন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহদ্দিস দেহলভী (র) ১১১৪ হিজরী সনে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আবুল ফাইয়াদ আহমদ কুতুব উদ্দিন। তিনি একজন যুগ শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ছিলেন। ভারতে মুঘল রাজশক্তির অস্তবেলায় ভারতে ইসলামের পথ নির্দেশে তাঁর অবদান চির স্মরণীয়। তাঁর পিতা শাহ আবদুর রাহীম এবং দাদা শাহ ওয়াজীহ উদ্দিন সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বিখ্যাত আলিম ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি মাকতাবে ভর্তি হন এবং কুরআন শিক্ষা করেন। নিজ বাড়িতেই তিনি পিতার নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পনের বৎসর বয়সে তিনি আরবি ও ফারসী ভাষা সমাপ্ত করেন। এ সময়ে তিনি তাফসীর, হাদিস, ফিকহ, উসূল, মানতিক, কালাম, তাসাউয, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নিজ আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, এই বয়স হতেই তিনি পূর্ণ আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

হাদিস শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্যে তিনি ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে হিজায গমন করেন এবং হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৭৩৩ সালে হজ্জব্রত পালন শেষে তিনি দিল্লী ফিরে আসেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ বিশ্বাস করতেন যে, কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার উপরই জাতির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

ইলমে তাসাউফ সম্পর্কে তিনি বলেন- মানুষের শারীরিক সত্তার সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক সত্তার একটি মিল রয়েছে। ব্যায়ামের দ্বারা যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী হয়। সেরূপ সংযম ও সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্তাও শক্তিশালী হয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে আপন কার্যে প্রবৃত্ত হলে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেছেন, এ গুলোর মধ্যে ৩৪টি প্রকাশিত হয়েছে। হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.১১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

(ক) গাযাল অর্থ:

ক. একটি জায়গার নাম　　খ. উপাধি

গ. সূতা বিক্রেতা　　ঘ. সকল উত্তর ভুল

(খ) এহ্ইয়া উলূমুদ্দিন গ্রন্থের লেখক কে?

ক. ইবনে হাযম　　খ. ইবনে তাইমিয়া

গ. ইবনে খালদুন　　ঘ. ইমাম গাযালী

(গ) ইবনে সিনা জন্মগ্রহণ করেন-

ক. সমরকন্দে　　খ. বুখারায়

গ. পারস্যে　　ঘ. বাগদাদে

(ঘ) ইবনে তাইমিয়া জন্মগ্রহণ করেন

ক. ৫৩২ হিজরীতে　　খ. ৬৫০ হিজরীতে

গ. ৬৬১ হিজরীতে　　ঘ. ৬৮১ হিজরীতে

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

(ক) ইমাম গাযালী (রা) ইমামুল হারামাইন আল জুয়াইনীর কাছে জ্ঞান অর্জন করেন।

(খ) "তাহাফাতুল ফালাসিফা" গ্রন্থের লেখক হলেন ইমাম আল জুয়াইনী।

(গ) ইমাম গাযালী ৫০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(ঘ) ইবনেসীনার মতে, দর্শন ধর্ম থেকে পৃথক কোন বিষয় নয়।

৩। ডান পাশের শব্দ দ্বারা বাম পাশের বাক্যের মিল করুন।

(ক) ইমাম গাযালী মৃত্যুবরণ করেন	৬৬১ হিজরী
(খ) ইবনে সীনা জন্মগ্রহণ করেন	৭২৮ হিজরী
(গ) ইবনে তাইমিয়া ইন্তিকাল করেন	৫০৫ হিজরী
(ঘ) ইবনে তাইমিয়া জন্মগ্রহণ করেন	৯৮০ খ্রিস্টাব্দে

৪। এক কথায় উত্তর দিন

(ক) নিযামীয়া মাদ্রাসা কোথায় অবস্থিত?

(খ) কিতাব আল শিফা কে রচনা করেন?

(গ) ইবনে তাইমিয়া কোথায় লেখাপড়া করেন?

(ঘ) হাদিস অধ্যয়নের জন্য তিনি কোথায় যান?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) .....উপমহাদেশের ..... আলিম .... মুহাদ্দিস ..... দেহলভী (রা) ..... হিজরী সনে ..... এক সম্ভ্রান্ত ..... জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) ..... আজীরণ ..... ছিলেন, ... জীবনই তিনি .... ৩৮ খন্ডে বিভক্ত।

(গ) .... মতে, ... ধর্ম থেকে ..... পৃথক .... বিষয়। ..... কাজ নয় ..... প্রজ্ঞার সাথে ....।

৬। সংক্ষেপে উত্তর দিন

(ক) দর্শন শাস্ত্রে ইবনে সিনার মত কি?

(খ) আল গাযালীর রচিত কয়েকটি পুস্তকের নাম লিখুন।

(গ) ইবনে সীনার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

(ঘ) ইবনে তাইমিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৭। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিন

(ক) দর্শন শাস্ত্রে ইমাম গাযালীর অবদান সম্পর্কে লিখুন।

(খ) দর্শন শাস্ত্রে ইবনে সীনার অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(গ) ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

(ঘ) "শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী একজন সংস্কারক ছিলেন"-আলোচনা করুন।

মানব কল্যাণে মুসলমানদের অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মানব কল্যাণ কি, তা বলতে পারবেন।
- মানব কল্যাণে মুসলমানদের অবদান তুলে ধরতে পারবেন।
- মানব কল্যাণ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.১৩.১: মানব কল্যাণ কি?

মানুষের জন্যে কল্যাণকর কোন কাজ করাই হল মানব কল্যাণ। যেমন আর্ত ও পীড়িতের সেবা করা, অভাবী ও গরিব মানুষের অভাব দূর করা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করা, মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, অসহায় ইয়াতিমের সাহায্য করা, কৃষি কাজের জন্যে সেচ-ব্যবস্থা করে দেয়া, পানীয়, জলের জন্যে খাল, পুকুর ও কুপ খনন করা ইত্যাদি। এক কথায় যে কাজ করলে মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গল সাধিত হয় তাই মানব কল্যাণমূলক কাজ।

৯.১৩.২: মানব কল্যাণে মুসলমানদের অবদান

ইসলাম মানবতার ধর্ম, কল্যাণের ধর্ম, সহমর্মিতার ধর্ম। ইসলামের প্রবর্তক মহানবী (স:) নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি না করার নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বের সকল মুসলমানকে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন। তাই, মানুষের সেবা করা, সাহায্য সহযোগিতা দান করা, অভাব-অনটন দূর করা প্রভৃতি কর্মকে ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মহানবী (স:) মানব কল্যাণের জন্যে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তিনি হযরত খাদিজা (রা:) কে বিবাহ করার পর হযরত খাদিজা (রা:) তাঁর বিশাল সম্পদের ভান্ডার মহানবী (স:) এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মহানবী (স:) তাঁর সমস্ত সম্পদ ইসলামের খিদমতে ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের চার সম্মানিত খলিফা মানব কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত আবু বকর (রা:) তাঁর সকল সম্পদ মহানবী (স:) এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন কল্যাণমূলক কাজের জন্যে। তাছাড়া তিনি নিজেও অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন।

হযরত ওমর (রা:) তাঁর শাসনামলে প্রভূত জনহিতকর কার্য করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে নাজরাত-ই নাফিয়ার তত্ত্বাবধানে ৪০০০ নতুন মসজিদ, অসংখ্য দুর্গ ও সেনানিবাস, বড় বড় রাস্তা-ঘাট, পুল, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তিনি কৃষিকার্যের সুবিধার জন্যে এবং জল কষ্ট নিবারণের জন্যে বসরায়, আবু মুসা খাল, ইরাকে মা'কিল খাল, পারস্যে সা'দ খাল এবং মিসরে সুযেজ খাল নির্মাণ করেন। তিনি মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ এবং কাবা গৃহের পুন নির্মাণ করেন। তিনি হিজরী সনের প্রবর্তন করেন।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা:) আরবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তিনি ইসলামের খিদমতে এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে ব্যক্তিগত অনেক সম্পদ দান করেছিলেন। দানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদার। মদিনার মুসলমানদের পানীয় জলের কষ্ট দূর করার জন্যে তিনি বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ইহুদীর নিকট থেকে রুমা নামক একটি কূপ ক্রয় করে তা চিরদিনের জন্যে দান দান করেন।

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের জন্যে তিনি বিস্তর জমি ক্রয় করে দান করলেন। তিনি মহানবী (স:) এর আহ্বানে এক হাজার উট, ৭০টি যুদ্ধের ঘোড়া এবং এক হাজার সোনার মোহর দান করেন।

হযরত আলী (রা:) ছিলেন জনহিতৈষী শাসক। তিনি জনগণের অভিযোগ শোনার জন্যে সময় বরাদ্দ রাখতেন।

উমাইয়া রাজবংশের খলিফা প্রথম ওয়ালিদ জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করেন। তিনি দামেশকে জুমা মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি অসংখ্য রাস্তাঘাট তৈরি করেন এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্যে কূপ খনন করেন। তিনি হাসপাতাল ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইয়াতিমদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পঙ্গু, অন্ধ ও উম্মাদের জন্যে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করেন। তাঁর এ সকল কাজের জন্যে তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইসলামের পঞ্চম খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ (রা:) খলিফা হওয়ার পর তাঁর সকল সম্পত্তি জনগণের জন্যে দান করেন। তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রা:) ও তাঁর নির্দেশে পিতা ও ভাইদের নিকট হতে প্রাপ্ত মনিমুক্তা খচিত অলংকারাদি বায়তুল মালে জমা দেন। জনসাধারণের কল্যাণ করাকে তিনি জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করতেন।

আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশিদ মানব কলাণে নিজকে নিয়োজিত রাখতেন। তিনি জনগণের অবস্থা জানার জন্যে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয়, সরাইখানা, রাস্তাঘাট, খাল ও সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তিনি গরিব দু:খীদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

সেলজুক রাজবংশের খলিফা মালিক শাহ অনেক জনহিতকর কাজ করেন। তিনি নিজে জনগণের অভাব অভিযোগ দেখার জন্যে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি অনেক স্কুল, মাদ্রাসা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফার প্রতিপত্তি ও প্রভাব যখন স্তিমিত তখন তিনি ইসলামী জাহানের গৌরব ঝাণ্ডা বহন করেন।

স্পেনে উমাইয়া খলিফা হিশাম, দ্বিতীয় আবদুর রহমান, তৃতীয় আবদুর রহমান অনেক জনহিতকর কাজ করেন। মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, আসসামাহ সেতুর সংস্কার, উদ্যান, সড়ক নির্মাণসহ ১৩০০০ গৃহ ও ৩০০ টি হাম্মাম খানা নির্মাণ করেন।

সুলতান ফিরোজশাহ তোগলক ফিরোজাবাদ, ফতেহাবাদ জৌনপুর, ফিরোজপুর প্রভৃতি শহর এবং ৪টি মসজিদ ৩০টি প্রাসাদ, ২০০টি সরাইখানা, ৫টি খাল, ৪টি হাসপাতাল, ১০টি স্নানাগার, ১৫০টি কূপ, ১০টি স্মৃতিস্তম্ভ ও ১০০টি সেতু নির্মাণ করেন। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে তার তুলনা হয় না।

সম্রাট শেরশাহও অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। তিনি দু:স্থ ব্যক্তিদের জন্যে সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে লঙ্গরখানা স্থাপন করেন এবং প্রতিটি লঙ্গরখানায় বছরে ৮০হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতেন।

তাছাড়া বাংলায় মুসলিম শিক্ষার গোড়া পত্তনে হাজী মুহাম্মদ মহসীনের দান অপরিসীম।

এছাড়াও হামদার্দ ওয়াকফ এস্টেট চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। ইবনে সীনা কল্যাণ ট্রাস্ট তার সমূদয় লাভের অংশ মানব কল্যাণে নিয়োগ করছে। আনজুমানে মফিদুল ইসলাম ১৯০৫ সালথেকে দুঃস্থ মানবতার সেবায়ও বেওয়ারিশ লাশ দাফন কার্যে নিয়োজিত। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানবকল্যাণে ধনী মুসলমানগণ নিয়োজিত রয়েছেন।

৯.১৩.৩: মানব কল্যাণ সম্পর্কে ইসলামের বিধান

মানবসেবা বা কল্যাণ করা মুসলমানদের জন্যে ইবাদাতের ও ঈমানের অংশ। মানব কল্যাণ করা মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য। তাই মানব কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্যে মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করো না। (আলমায়িদাহ-আয়াত: ৩)

মানুষের সাহায্য সহযোগিতা তথা মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে পবিত্র কুরআনে আরও ঘোষিত হয়েছে-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থঃ "তোমরা কখনও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে দান না কর।" (আল ইমরান : আয়াত- ৯২)

মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে মহানবী (স:) ঘোষণা করেছেন-

"এক মুমিনের জন্যে আরেক মুমিনের উপর ছয়টি অধিকার রয়েছে। যখন সে অসুস্থ হবে তখন তাকে দেখতে যাবে। মৃত্যুবরণ করলে তার দাফন-কাফন ও জানাযায় শরীক হবে। কোন প্রয়োজনে বা বিপদে সাহায্যের আহ্বান জানালে তাকে সাহায্য করবে। সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করবে। হাচি দিলে জবাব দিবে। উপস্থিত-অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে।"

এ হাদিস থেকে মানব কল্যাণের নির্দেশনা লাভ করা যায়। এ থেকে মানব কল্যাণে ইসলামের বিধান স্পস্ট হয়ে যায়। তাই, প্রতিটি মুসলমানকে মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসহায় ও আর্ত মানবতার পাশে দাঁড়াতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.১৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

(ক) আর্ত ও পীড়িতের সেবা করাই মানব কল্যাণ

(খ) ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম

(গ) মহানবী (সা) তাঁর সকল সম্পদ ইসলাম ও মানবতার কল্যাণে ব্যয় করেছিলেন।

২। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) দিন

(ক) "মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ নাই করুক" এটা কার নীতি?

ক. ইসলামের নীতি

খ. কার্ল মার্কসের নীতি

গ. হিন্দু ধর্মের নীতি

ঘ. পৌরহিতদের নীতি

(খ) কোন খলিফা তাঁর সকল সম্পদ দান করেছিলেন?

ক. হযরত উসমান (রা)

খ. হযরত উমর (রা)

গ. হযরত আবু বকর (রা)

ঘ. হযরত মুআবিয়া (রা)

(গ) হযরত উমরের যুগে নির্মিত মসজিদের সংখ্যা-

ক. ৪০০টি খ. ৪০০০টি

গ. ৫০০টি ঘ. কোনটিই সত্য নয়।

৩। এক কথায় উত্তর দিন

(ক) কোন খলিফা রাত্রির অন্ধকারে গরিবের অসহায়দের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন।

(খ) আবু মুসা খাল কোথায় অবস্থিত?

(গ) হিজরি সনের প্রবর্তন করেন কে?

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ইসলামের পঞ্চম খলিফা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনগণের জন্যে ..... করেন। ..... বিবি ফাতিমা ও তাঁর নির্দেশে .... ও..... হতে ..... ভাইদের ..... বায়তুল মালে জমা দেন। জন সাধারণের ..... করাকে তিনি ..... করতেন।

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

(ক) মানব কল্যাণ বলতে কী বুঝায়? লিখ?
(খ) মানব কল্যাণে মহানবী (সা) কি করেছিলেন?
(গ) মানব কল্যাণে হযরত আবু বকর (রা) এর অবদান উল্লেখ করুন।
(ঘ) হযরত ওমর (রা) এর জনতিহকর কার্যের একটি তালিকা দিন।
(ঙ) হযরত উসমান (রা) এর জনহিতকর কার্যের একটি বিরবণ দিন।
(চ) হারুন অর রশিদ কী কী জনহিতকর কাজ করেছিলেন? লিখুন।

৬। বিশদ উত্তর প্রশ্ন

- মানব কল্যাণে মুসলমানদের অবদান বর্ণনা করুন।

পাঠ ১৪ শিক্ষায় মুসলমানদের অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- শিক্ষায় খোলাফায়ে রাশেদীনের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- উমাইয়া যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- আব্বাসীয় আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

৯.১৪.১: ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামী শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস আল কুরআনের প্রথম বাণীই শিক্ষা সম্পর্কিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহীর মাধ্যমে নির্দেশ এসেছে পাঠ করার জন্যে। আল্লাহতায়ালা বলেন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-

অর্থ: "পাঠ কর! তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

আল কুরআনই হল মুসলিম বিশ্বের প্রথম ও মূল শিক্ষা গ্রন্থ। আল কুরআনের বিভিন্ন মূল্যবান উক্তি থেকে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝা যায়। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِىْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ-

অর্থঃ "হে মুহাম্মদ (স:) আপনি বলে দিন, যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে, আর যারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি তারা কি সমান? কখনই না।"

আল কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে–

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا-

অর্থঃ "যে ব্যক্তিকে হিকমাত অর্থাৎ কুরআন হাদিস ও জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।"

এছাড়াও আল কুরআনে বিদ্যা শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী (স:) ও বিদ্যার্জনের জন্যে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ-

অর্থঃ "প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যে ইলম বা বিদ্যা অর্জন করা ফরয।"

মহানবী (স:) আরও বলেন-

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ

অর্থঃ "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত তোমরা ইলম বা জ্ঞান অর্জন কর।"

বর্ণিত হয়েছে-

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْكَانَ بِالصَّيْنِ

অর্থ ঃ "চীন দেশে গিয়ে হলেও তোমরা বিদ্যার্জান কর।"

বিদ্যার্জনের কোন বিকল্প নেই। বিদ্যার্জনের মাধ্যমে পূর্ণ মানবতার বিকাশ ঘটে। বিদ্যার্জনই সমাজে আলোর সৃষ্টি করে। মূর্খ ব্যক্তি পশুর সমান। তাই ইসলাম শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাই মহানবী (স:) শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মক্কা নগরীতে দারুল আরকাম নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাছাড়াও হিজরতের পর মহানবী (স:) মসজিদে নববীতে 'সুফ্ফা' নামক একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মককা বিজয়ের পর মসজিদে নববী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখানে সিরিয়া, মিসর, পারস্য, রোম বসরা, কুফা প্রভৃতি স্থান থেকে লোকজন বিদ্যা চর্চার জন্যে ভীড় জমাতেন। মহানবী (স:) ছিলেন সে সময়ে সকলের শিক্ষক।

৯.১৪.২: শিক্ষায় খোলাফায়ে রাশেদীনের অবদান

মহানবী (স:) যে শিক্ষা ধারা প্রবর্তন করেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের সুযোগ্য শাসকগণ তা দেশে দেশে ছড়িয়ে দেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে শিক্ষা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া হয়। মহানবী (স:) এর এ আদর্শ শিক্ষাকে সাহাবায়ে কিরামগণ বিভিন্ন দেশে প্রচার করেন এবং গড়ে তোলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

হযরত আবু বকর (রা:) একজন শিক্ষানুরাগী ও পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। হযরত আবু বকর (রা:) তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি অনেক আলেম ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রথম ইজতিহাদ বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেন। তিনি নামাযের খোত্বার মাধ্যমে শিক্ষামূলক আলোচনা করতেন। পবিত্র কুরআন শুদ্ধ করে পাঠ করার জন্যে তিনি ক্বারী নিয়োগ করেন। হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসা তাঁর আমলে আরো প্রসার লাভ করে।

হযরর ওমর (রা:) ছিলেন শিক্ষানুরাগী। তাঁর আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। তাঁর আমলে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ও মাদ্রাসা প্রসার লাভ করে। তিনি শিক্ষকগণকে বায়তুল মাল থেকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সেনানায়ক করে শিক্ষার মর্যাদাবৃদ্ধি করেন। তিনি বেদুইনদের শিক্ষারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

হযরত উসমান (রা:) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা এবং বিদ্বান ব্যক্তি। তাঁর আমলে পবিত্র কুরআন নির্ভুল কপিগুলো তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজ্যের বিখ্যাত মসজিদগুলোতে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা চালু রাখেন। কুরআন হাদিস শিক্ষা দানের সাথে সাথে অংক, কাব্যর্চচা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হত।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা:) ছিলেন একজন শিক্ষিত সুপন্ডিত। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। তিনি বলেন- 'বিত্তের চেয়ে বিদ্যা ভাল, বিত্তকে তুমি পাহারা দাও, কিন্তু বিদ্যা তোমাকে পাহারা দেয়। বিত্ত খরচে কমে যায়, কিন্তু বিদ্যা বিতরণে বেড়ে যায়।'

তিনি একজন ওহী লেখক ছিলেন। তিনি আরবি ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রে যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত "দেওয়ানে আলী" আরবি সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়। তাঁর আমলে কুফা জামে মসজিদ জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। তিনি নিজেই এখানে কুরআন হাদিসের শিক্ষা দান করতেন। তিনি সহিফা নামে একটি হাদিস গ্রন্থ সর্বপ্রথম রচনা করেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দানের জন্যে দুই হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করেন। তাঁর আমলেই শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত হয়।

৯.১৪.৩: শিক্ষায় উমাইয়া শাসকদের অবদান

উমাইয়া শাসনামলে শিক্ষার সবিশেষ বিস্তার ঘটে। খলিফা আবদুল মালেক, প্রথম ওয়ালিদ ও উমর বিন আবদুল আজিজ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা হযরত মুআবিয়া (রা:) ছিলেন শিক্ষানুরাগী। ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে খলিফা আবদুল মালিকের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করেন। তাছাড়া তিনি আরবি বর্ণমালার লিখন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন। তাঁর সময়ে আরবি ভাষার ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

উমাইয় খলিফাদের মধ্যে উমর বিন আবদুল আজিজ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি ছাত্রদের বৃত্তি এবং শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণে উদারনীতি গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রসারের জন্যে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের নির্দেশ দান করেন। হাদিস সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করা তাঁর যুগের একটি স্বর্ণোজ্জল অমর কীর্তি।

উমাইয়া যুগে সাম্রাজ্যের মসজিদগুলো ছিল শিক্ষা বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র। এ সময় মককা, মদিনা, কুফা, বসরা এবং মিসর প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠে। খলিফা আবদুল মালিক ও ওয়ালিদের আমলে বহু স্কুল ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়। উমাইয়া যুগে "কিতাবুল আইন" নামে একটি আরবি অভিধান প্রণীত হয়। উমাইয়া শাসনামলে আরবি, ইতিহাস, কবিতা প্রভৃতি রচনা করা হয়। এ সময়ে রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসা ও ফলিত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এ যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে সারা দেশে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯.১৪.৪: শিক্ষায় আব্বাসীয়দের অবদান

আব্বাসীয় যুগকে ইতিহাসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। এ যুগে মুসলমানদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও জ্ঞানানুশীলন বিশ্ব সভ্যতার শীর্ষ দেশে উন্নীতি হয়েছিল। আব্বাসীয় বংশের তিনজন খলিফা মানসুর, হারুন এবং মামুন ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। আব্বাসীয় খলিফাগণের আমলে কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, হাদিস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এ যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

আব্বাসীয় খলিফা মানসুর, হারুন ও মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রীক, পারসিক, সিরীয় ও সংস্কৃত ভাষার মূল্যবান গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ করা হয়। খলিফা মানসুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে স্কুল-কলেজ ও অনুবাদ কেন্দ্র স্থাপন করেন। খলিফা মামুনের আমলে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি করা হয়। খলিফা মামুন বাগদাদে একটি কলেজ নির্মাণ করেন। তাছাড়া বাগদাদে নিযামিয়া কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ হতে বহু শিক্ষানবিস এখানে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.১৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

(ক) মুসলিম বিশ্বের প্রধান ও মূল শিক্ষা গ্রন্থ কোনটি?

ক. আল কুরআন　　খ. আল হাদীস

গ. সহীহাইন গ্রন্থদ্বয়　　ঘ. ফিকহ শাস্ত্র

(খ) "যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে আর যারা করেনি তারা সমান নয়" -এটি কার বাণী-

ক. মহানবী (সা)-এর বাণী　　খ. হযরত উমরের বাণী

গ. আল্লাহর বাণী　　ঘ. সকল নবী রাসূলদের বাণী

(গ) "প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যে বিদ্যা অর্জন করা ফরয"-এটি কার উদ্বৃতি-

ক. আল কুরআনের　　খ. আল হাদীসের

গ. মুসলিম মনীষীদের　　ঘ. ফিকহ গ্রন্থসমূহের

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

(ক) কুরআনের প্রথম নির্দেশ হল– "পড়! তোমার প্রভুর নামে"।

(খ) মক্কার দারুল আরকাম নামের প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন হযরত উমর (রা–)।

(গ) মক্কা বিজয়ের পূর্ব থেকে মসজিদে নববী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

৩। ডান পাশের শব্দ দিয়ে বাক্য মিলিয়ে লিখুন

(ক) হযরত উমর বেদুইনদের	ছিলেন শিক্ষানুরাগী।
(খ) হযরত আবু বকর (রা)	আরবি ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রের পন্ডিত ছিলেন।
(গ) হযরত আলী (রা)	শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

৪। এক কথায় উত্তর দিন

(ক) উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা কে ছিলেন?

(খ) কুফা জামে মসজিদে হাদীস শিক্ষা দিতেন কে?

(গ) রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন্ শাসনকর্তা হাদীস সংগ্রহ ও সংকলণের ব্যবস্থা করেন?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) খলিফা মামুন বাগদাদে ..... প্রতিষ্ঠা করেন।

(খ) উমাইয়া যুগে .... নামে একটি অভিধান রচিত হয়।

(গ) ..... প্রতি মুআবিয়ার ..... ছিল।

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(ক) ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) শিক্ষায় হযরত আবুবকর ও উমরের অবদান তুলে ধরুন।

(গ) শিক্ষায় হযরত উসমান ও হযরত আলীর অবদান বর্ণনা করুন।

(ঘ) শিক্ষাক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফা মুআবিয়া ও উমর বিন আবদুল আজিজের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঙ) শিক্ষাক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলিফাদের অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

মানব কল্যাণে মুসলিম মহিলাদের অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মানব কল্যাণে মুসলিম মহিলাদের অবদান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- কোন কোন বিশিষ্ট মুসলিম মহিলা মানবতার কল্যাণে অবদান রেখেছেন তা বলতে পারবেন।

মানব কল্যাণে মুসলমান পুরুষদের ন্যায় মুসলিম মহিলাগণ বিরাট অবদান রেখেছেন। মহানবী (স:) এর জীবনসাথী হযরত খাদিজা (রা:) তাঁর সকল সম্পদ মহানবী (স:)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর মহানবী (স:) সেগুলো অকাতরে দান করেছিলেন ইসলাম ও মানবতার সেবায়।

হযরত উমর (রা:) এর স্ত্রী এক নি:সঙ্গ বেদুইন প্রসূতি মহিলার সেবা করে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছেন। খলিফা হারুন অর রশীদের সুযোগ্য সহধর্মিনী বেগম জুবায়িদাও অনেক মানব কল্যাণমূলক কাজ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি ফুরাত হতে মক্কা পর্যন্ত একটি পয়:প্রণালী খনন করেন এবং নাহরে জুবায়দা প্রতিষ্ঠা করেন। যা আরবে তৎকালীন সময়ে পানির চাহিদা মেটাত এবং হাজীদের পানির অভাব দূর করতে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী বেগম নূরজাহান ছিলেন মানব কল্যাণে নিবেদিতা প্রাণ। তিনি ছিলেন সকল বিপদগ্রস্ত ও আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থল। তিনি গরিব দুঃখী মানুষদেরকে অকাতরে দান করতেন। তিনি ইয়াতিম ও অনাথ বালিকাদের নিজ খরচে বিবাহের ব্যবস্থা করতেন।

মোগল সম্রাট শাহজাহানের সহধর্মিনী বেগম মমতাজ মহল ও মানব কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি গরীব দু:খী মানুষের আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি অকাতরে গরিব দু:খী মানুষের অভাব-অনটন ও দু:খ কষ্ট লাঘব করার জন্যে দান করতেন। বেগম নূরজাহানের মত তিনিও ইয়াতিম বালিকাদের নিজ খরচে বিবাহের ব্যবস্থা করতেন।

মামলুক সুলতান মালিক তাহিরের ভগ্নি ৬০৪ হিজরীতে কায়রোতে একটি বিখ্যাত নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

আজদ উদ্দৌলার স্ত্রী একটি বিরাট হাসপাতাল তৈরি করে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেন। প্রতিদিন শত-শত মানুষ এতে চিকিৎসা পেত।

মালিক আশরাফের কন্যা খাতুনও ছিলেন মানব কল্যাণে নিবেদিতা প্রাণ। তিনি দামেস্কে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া হেমসের নাসীর উদদৌলার স্ত্রী জামরুদ খাতুনও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেন।

তৈমুরের সহধর্মিনী খানম নিজ নামানুসারে খানম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে উক্ত কলেজের ব্যয়ভার বহন করেন।

বেগম রোকেয়া মানব কল্যাণে জীবন বিসর্জন করেছিলেন। তিনি পশ্চাৎপদ মুসলিম মহিলাদের লেখাপড়ার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজে বিহারের ভাগলপুরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বর্তমান বিশ্বে যে সকল মুসলিম মহিলা মানব কল্যাণে অবদান রেখেছেন এ সকল মুসলিম নারীগণ ছিলেন তাঁদের প্রেরণার উৎস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.১৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

(ক) মুসলিম মহিলাদের মধ্যে মানব কল্যাণে সর্বপ্রথম অবদান রাখেন-

ক. হযরত আয়িশা (রা) খ. হযরত খাদিজা (রা)
গ. হযরত ফাতিমা (রা) ঘ. হযরত সাওদা (রা)

(খ) সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর নাম ছিল-

ক. বেগম যুবায়দা খ. বিবি মরিয়ম
গ. বেগম নূর জাহান ঘ. বিবি খাওলা

(গ) মালিক তাহির কে ছিলেন?

ক. মোগল সম্রাট খ. সেলজুল খলিফা
গ. বাংলার সুলতান ঘ. মামলুক সুলতান

২। উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

(ক) আজদ উদদৌলার স্ত্রী একটি বিরাট হাসপাতল স্থাপন করেন।
(খ) নাসির উদদৌলার স্ত্রীর নাম ছিল খানম।
(গ) বেগম যুবায়দা নাহরে যুবায়দা খনন করেন।

৩। এক কথায় উত্তর দিন।

(ক) নাহরে যুবায়দা কোথায় অবস্থিত?
(খ) সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রীর নাম কী?
(গ) বেদুইন প্রসূতি মহিলার সেবা কে করেন?

৪। সংক্ষেপে উত্তর দিন

(ক) মানব কল্যাণে তিনজন মুসলিম মহিয়সী নারীর অবদান সংক্ষেপে লিখুন।
(খ) মানব কল্যাণে বেগম মমতাজ মহলের অবদান সংক্ষেপে লিখুন।
(গ) মানব কল্যাণে বেগম রোকেয়ার অবদান তুলে ধরুন।

৫। বিশদ উত্তর প্রশ্ন

- মানব কল্যাণে মুসলিম মহিয়সী নারীদের অবদান আলোচনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ৯

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. জাহেলিয়াত যুগে আরবসহ বিশ্বের অবস্থা বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত- ৯.১.১ - ৯.১.৩)
২. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শৈশব ও নবুওয়াত লাভের বিবরণ দিন। (উত্তর সংকেত- ৯.২.১ - ৯.২.২ ও ৯.২.৪)
৩. মহানবী (স)-এর পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত- ৯.৩.১ - ৯.৩.৪)
৪. হযরত আবু বকর (রা)-এর জীবনাদর্শ লিখুন। (উত্তর সংকেত- ৯.৪.১ - ৯.৩.৪)
৫. হযরত উমর ফারুক (রা)-এর পরিচয় ও তাঁর জীবনাদর্শ বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত- ৯.৫.১ - ৯.৫.৪)
৬. হযরত উসমান (রা) জীবনী ও তাঁর চরিত্র মাধুর্য বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত- ৯.৬.১ - ৯.৬.৪)
৭. হযরত আলী (রা) এর পরিচয় তুলে ধরে তাঁর চরিত্র ও আদর্শের বিবরণ দিন। (উত্তর সংকেত- ৯.৭.১ - ৯.৭.৩)
৮. হযরত খাদিজা (রা) এর জীবন কাহিনী ও জীবনাদর্শের বিবরণ দিন। (উত্তর সংকেত- ৯.৮.১ - ৯.৮.৫)
৯. হযরত আয়িশা (রা) এর জীবনী ও তাঁর জীবনাদর্শ বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত- ৯.৯.১ - ৯.৯.৪)
১০. চার ইমামের জীবনাদর্শ বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত- ৯.১০.১ - ৯.১০.৫)
১১. বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদানের কথা লিখুন। (উত্তর সংকেত- ৯.১১.১ - ৯.১১.৪)
১২. ইমাম গায্যালী, ইবনে সীনা ও ইবনে তাইমিয়াহ (র) এর জীবন কাহিনী লিখুন। (উত্তর সংকেত- ৯.১২.১ - ৯.১২.৩)

১৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র) সম্পর্কে বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত- ৯.১২.৪)

১৪. মানব কল্যাণে মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধে লিখুন। (উত্তর সংকেত- ৯.১৩.১ - ৯.১৩.২)

১৫. মানব কল্যাণ সম্পর্কে ইসলামের বিধান উল্লেখ করুন। (উত্তর সংকেত- ৯.১০.৩)

১৬. শিক্ষায় মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত- ৯.১৪.২ - ৯.১৪.৫)

সিলেবাস

ইউনিট এক ঃ ইসলাম, ঈমান, কুফর, শিরক, নিফাক

পাঠ ১ ঃ ইসলাম
পাঠ ২ ঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা
পাঠ ৩ ঃ ইসলামী শিক্ষার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৪ ঃ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব
পাঠ ৫ ঃ ঈমান
পাঠ ৬ ঃ শিরক
পাঠ ৭ ঃ কুফ্‌র
পাঠ ৮ ঃ নিফাক

ইউনিট দুই ঃ রিসালাত, কিতাব, মালায়িকা ও আখিরাত

পাঠ ১ ঃ রিসালাত
পাঠ ২ ঃ নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য
পাঠ ৩ ঃ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী
পাঠ ৪ ঃ আসমানী কিতাব ও তার প্রতি বিশ্বাস
পাঠ ৫ ঃ কুরআন মজীদ
পাঠ ৬ ঃ মালায়িকা (ফেরেশতা)
পাঠ ৭ ঃ আখিরাত
পাঠ ৮ ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম

ইউনিট তিন ঃ শরীআতের উৎস, আল-কুরআনের পরিচয় এবং কতিপয় সূরা ও তার শিক্ষা

পাঠ ১ ঃ শরীআতের উৎসসমূহ
পাঠ ২ ঃ শরীআতের প্রধান উৎস কুরআন মাজীদ
পাঠ ৩ ঃ আল-কুরআনের অবতরণ
পাঠ ৪ ঃ কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়ন
পাঠ ৫ ঃ সূরা আল-ফাতিহা
পাঠ ৬ ঃ সূরা আদ্‌দোহা
পাঠ ৭ ঃ সুরা আল ইনশিরাহ
পাঠ ৮ ঃ সূরা আত্‌তীন
পাঠ ৯ ঃ সূরা আল-কদর
পাঠ ১০ ঃসূরা আল-যিলযাল
পাঠ ১১ ঃ সূরা আল-ইখলাস

ইউনিট চার ঃ হাদিসের পরিচয় ও শিক্ষা

পাঠ ১ ঃ হাদীস নং-১ [নিয়াত সম্পর্কিত হাদীস]
পাঠ ২ ঃ হাদীস নং-২ [ইসলামের বুনিয়াদ সম্পর্কিত হাদীস]
পাঠ ৩ ঃ হাদীস নং-৩ [কুরআন শিক্ষার মর্যাদা]
পাঠ ৪ ঃ হাদীস নং-৪ [মুনাফিকদের নিদর্শন]
পাঠ ৫ ঃ হাদীস নং-৫ [বৃক্ষ-রোপণ ও ফসল উৎপাদনের গুরুত্ব]
পাঠ ৬ ঃ হাদীস নং-৬ [সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ]
পাঠ ৭ ঃ হাদীস নং-৭ [অত্যাচারের প্রতিরোধ ও মজলুমের সাহায্য]
পাঠ ৮ ঃ হাদীস নং-৮ [মুসলিমগণ পর□র ভাই ভাই]
পাঠ ৯ ঃ হাদীস নং-৯ [সৎ ব্যবসায়ীর প্রতিফল]
পাঠ ১০ ঃহাদীস নং-১০ [মহান আল্লাহর প্রিয় দু'টি বাক্য]

ইউনিট পাঁচ ঃ ইবাদত

পাঠ ১ ঃ তাহারাত, উযূ ও গোসল ও তাইয়াম্মুম
পাঠ ২ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত
পাঠ ৩ ঃ সালাতের শিক্ষা
পাঠ ৪ ঃ সালাতের ফরযসমূহ
পাঠ ৫ ঃ সালাতের ওয়াজিবসমূহ
পাঠ ৬ ঃ সালাত আদায়ের নিয়ম
পাঠ ৭ ঃ সালাতুল ঈদাইন
পাঠ ৮ ঃ সালাতুল জুমুআ
পাঠ ৯ ঃ সালাতুল জানাযা
পাঠ ১০ ঃ যাকাত
পাঠ ১১ ঃ সাওম
পাঠ ১২ ঃ হাজ্জ
পাঠ ১৩ ঃ জিহাদ

ইউনিট ছয় ঃ মানবাধিকার

পাঠ ১ ঃ বড় ছোটদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
পাঠ ২ ঃ পিতা-মাতার অধিকার
পাঠ ৩ ঃ সন্তানের অধিকার
পাঠ ৪ ঃ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার
পাঠ ৫ ঃ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার
পাঠ ৬ ঃ প্রতিবেশীর অধিকার
পাঠ ৭ ঃ ছাত্র-শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
পাঠ ৮ ঃ ইয়াতীমের অধিকার
পাঠ ৯ ঃ নারীর মর্যাদা

ইউনিট সাত ঃ আখলাকে হামীদা (সচ্চরিত্র)

পাঠ ১ ঃ আখলাক
পাঠ ২ ঃ তাকওয়া
পাঠ ৩ ঃ সত্যবাদিতা
পাঠ ৪ ঃ আমানত
পাঠ ৫ ঃ আহাদ
পাঠ ৬ ঃ সবর (ধৈর্য)
পাঠ ৭ ঃ আদল
পাঠ ৮ ঃ শালীনতা
পাঠ ৯ ঃ আত্মশুদ্ধি (তাসাউফ)
পাঠ ১০ ঃ স্বদেশ প্রেম
পাঠ ১১ ঃ হালাল উপার্জন
পাঠ ১২ ঃ সৎসঙ্গ

ইউনিট আট ঃ আখলাকে যামীমা (অসচ্চরিত্র)

পাঠ ১ ঃ অনৈতিকতা
পাঠ ২ ঃ মিথ্যা
পাঠ ৩ ঃ গীবত ব পরনিন্দা
পাঠ ৪ ঃ হাসান বা হিংসা-বিদ্বেষ
পাঠ ৫ ঃ ফিত্‌না-ফাসাদ (সন্ত্রাস)
পাঠ ৬ ঃ খিয়ানত
পাঠ ৭ ঃ ধূমপান
পাঠ ৮ ঃ মাদকাসক্তি
পাঠ ৯ ঃ অপচয়
পাঠ ১০ ঃ হারাম উপার্জন
পাঠ ১১ ঃ প্রতারণা

ইউনিট নয় ঃ জীবনাদর্শ

পাঠ ১ ঃ জাহেলিয়াত যুগে বিশ্বের অবস্থা
পাঠ ২ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব
পাঠ ৩ ঃ মহানবী (সঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৪ ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৫ ঃ হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৬ ঃ হযরত উসমান (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৭ ঃ হযরত আলী (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৮ ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ৯ ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) এর জীবনাদর্শ
পাঠ ১০ ঃচার ইমামের জীবনাদর্শ
পাঠ ১১ ঃবিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদান
পাঠ ১২ ঃকয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম মণীষী
পাঠ ১৩ ঃমানব কল্যাণে মুসলমানদের অবদান
পাঠ ১৪ ঃশিক্ষায় মুসলমানদের অবদান
পাঠ ১৫ ঃমানব কল্যাণে মুসলিম মহিলাদের অবদান

মানবন্টন ও নমুনা প্রশ্ন

পূর্ণমান ঃ ১০০
ক. রচনামূলক উত্তরপ্রশ্ন ঃ ৫০
খ. নৈর্ব্যক্তিক উত্তরমূলক প্রশ্ন ঃ ৫০
ইসলাম শিক্ষা (রচনামূলক)
বিষয় কোড ঃ SSC–1605

সময়–২ ঘন্টা পূর্ণমান–৫০

[দ্রষ্টব্যঃ– যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান]

১। ইসলাম-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ আলোচনা করুন। ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টি ও কি কি এবং এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২। তাওহীদের পরিচয় দিন। তাওহীদের গুরুত্ব ও সুফল বর্ণনা করুন।
৩। রিসালাত কাকে বলে? রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৪। কুরআন মাজীদের পরিচয় দিন। এর আলোচ্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৫। সূরা ফাতিহা-এর অনুবাদ করুন।

অথবা,

নিয়্যাত সম্পর্কিত হাদীস انما الاعمال بالنيات-এর অনুবাদ ও শিক্ষা লিখুন।

৬। সালাত-এর ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা করুন।
৭। সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি কি অধিকার রয়েছে, লিখুন।
৮। সত্যবাদিতা কি? সত্যবাদিতার উপকারিতা লিখুন।
৯। মাদকাসক্তি কি? মাদকাসক্তির পরিণাম বর্ণনা করুন।
১০। সংক্ষেপে উত্তর দিন (যে-কোন দুইটি) ঃ
(ক) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে লিখুন।
(খ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর চরিত্র ও গুণাবলি বর্ণনা করুন।
(গ) ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর অবদান বর্ণনা করুন।
(ঘ) গণিতশাস্ত্রে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান ব্যাখ্যা করুন।

খ. ইসলাম শিক্ষা (নৈর্ব্যক্তিক)

বিষয় কোড ঃ SSC–1605

সময়–১ ঘন্টা পূর্ণমান–৫০

[দ্রষ্টব্যঃ– প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১ (এক)। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। ইসলাম শব্দের অর্থ ----------।
২। ইসলামের মূলভিত্তি ----------টি।
৩। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সেই হল ----------।
৪। ঈমান শব্দের অর্থ---------- স্থাপন করা।
৫। কুফর হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ---------- করা।
৬। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে তাঁর -------- হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।
৭। মানুষ ---------- প্রতিনিধি।
৮। আসমানী কিতাব ও সহীফার সংখ্যা ---------- টি।
৯। আসমানী কিতাব মানবজাতির জন্য ----------।
১০। দেশপ্রেম ---------- অঙ্গ।
১১। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সত্য/মিথ্যা লিখুন।
১২। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র নিজে নিজেই আপন কক্ষপথে পরিচালিত। সত্য/মিথ্যা লিখুন।
১৩। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করাকে শিরক বলে। সত্য/মিথ্যা।
১৪। শিরক হল ঈমান ও ইসলামের বিপরীত। সত্য/মিথ্যা লিখুন।
১৫। শিরক্ মার্জনীয় অপরাধ। সত্য/মিথ্যা লিখুন।
১৬। হযরত মূসা (আ)-এর উপর কোন কিতাব নাযিল হয়নি? সত্য/মিথ্যা লিখুন।
১৭। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী। সত্য/মিথ্যা লিখুন।

১৮। পবিত্র আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হল মানব জাতি। সত্য/মিথ্যা লিখুন।

১৯। কুরআন শুধু মুসলিম জাতির ধর্মগ্রন্থ। সত্য/মিথ্যা লিখুন।

২০। কুরআনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সত্য/মিথ্যা লিখুন।

মিল করুন ঃ

২১। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন	(ক) আল-কানুন ফিত্-তীব
২২। ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের কোন	(খ) অধিকার ছিল না
২৩। হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন	(গ) আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী
২৪। হযরত খাদিজা (রাঃ) ছিলেন	(ঘ) বিশ্ব নবী
২৫। হযরত আয়িশা (রাঃ) ছিলেন	(ঙ) হযরত আবু বকরের কন্যা
২৬। ইমাম মালিকের হাদীস গ্রন্থের নাম	(চ) মুসনাদে আহমদ
২৭। ইমাম আহমদের হাদীস গ্রন্থের নাম	(ছ) মুয়াত্তা
২৮। ইবনে সীনার চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থের নাম	(জ) মু'জাম আল-বুলদা
২৯। আল-মুকাদ্দিসির গ্রন্থ	(ঝ) পৃথিবীর প্রথম পরিমাপ করেছিলেন
৩০। আল-বেরুনী	(ঞ) মহানবী (সঃ)-এর প্রথম স্ত্রী

৩১। জীবনের সর্বস্তরে কার অনুগত্য করতে হবে?
(১) আল্লাহ তায়ালার ও তার রসুলের (২) পিতা-মাতার
(৩) রাষ্ট্রের (৪) সবকটি উত্তর সত্য

৩২। ফেরেশতাগণ–
(১) মাটির তৈরি (২) আলোর তৈরি (৩) বাতাসের তৈরি (৪) নূরের তৈরি

৩৩। জান্নাতের স্তর কয়টি?
(১) সাতটি (২) আটটি (৩) ১০টি (৪) ২টি

৩৪। ইসলাম একটি-
(১) পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (২) সেকেলে ধর্ম
(৩) ব্যবহারিক শাস্ত্র (৪) মুসলিম জীবন পদ্ধতি

৩৫। কুরআন মাজীদ ধারাবাহিকভাবে কত বছরে অবতীর্ণ হয়?
(১) ৪০ বছর (২) ২০ বছর (২) ২৩ বছর (৪) ২৫ বছর

৩৬। ইবাদত অর্থ কি?
(১) নামায পড়া (২) দরুদ পড়া (৩) আল্লাহর হুকুম পালন করা (৪) উযু করা

৩৭। তাহারাত শব্দের অর্থ-
(১) উযু করা (২) গোসল করা (৩) নামায পড়া (৪) পবিত্রতা

৩৮। উযুর ফরয কয়টি?
(১) পাঁচটি (২) চারটি (৩) তিনটি (৪) সতেরটি

৩৯। বিতর সালাত পড়া কি?
(১) ওয়াজিব (২) ফরয (৩) সুন্নাত (৪) নফল

৪০। বেহেশতের চাবি কোন ইবাদত?
(১) যাকাত (২) সাওম (৩) হাজ্জ (৪) সালাত

৪১। কোন্ শিক্ষা মানুষের মধ্যে একত্ববাদের বীজ বপন করে? এক কথায় উত্তর দিন।

৪২। কুরআন মাজীদের আয়াত সংখ্যা কত? এক কথায় উত্তর দিন।

৪৩। বিদায় হাজ্জ কত হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়? এক কথায় উত্তর দিন।

৪৪। বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কি? এক কথায় উত্তর দিন।

৪৫। কোন যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফিয শাহাদাত বরণ করেন? এক কথায় উত্তর দিন।

৪৬। 'জামিউল কুরআন' কে? এক কথায় উত্তর দিন।

৪৭। নারীরা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে গেলে কিভাবে যাবেন? এক কথায় উত্তর দিন।

৪৮। সালাতুল ঈদাইন কি? এক কথায় উত্তর দিন।

৪৯। ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত কি? এক কথায় উত্তর দিন।

৫০। হালাল উপার্জন করা কি? এক কথায় উত্তর দিন।